বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »004 »16 Ashwin 1430 »
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০০৪ » « ১৬ই, আশ্বিন ১৪৩০»

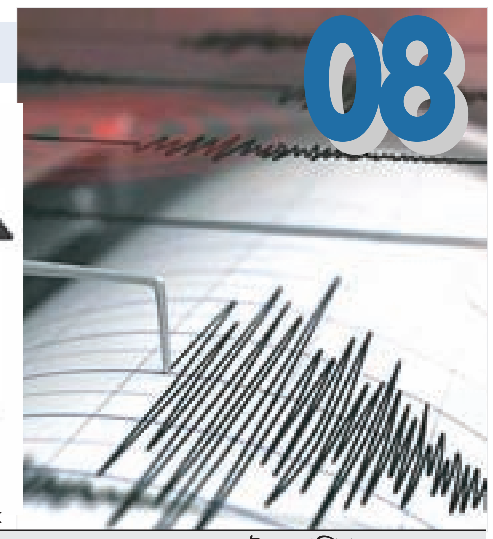

যুক্তরাষ্ট্র সরকার শাটডাউন এড়ালেও অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বাড়ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সক্রিয় ছিল এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তহবিলের আশ্বাসও দেয়া হয়। কিন্তু সরকারকে কার্যকর রাখার জন্য ভোটকে ঘিরে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে। ফ্লোরিডার কনজারভেটিভ রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ম্যাট গেটজ নিউজ টক শোতে বলেছেন, তিনি এই সপ্তাহে প্রতিনিধি সভার রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থিকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করবেন। শনিবার আংশিক সরকারি শাটডাউন এড়াতে ম্যাকার্থি বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতাদের প্রায় সর্বসম্মত জোটকে ভোটদানে স্বাগত জানানোর পর এই বক্তব্য সামনে আসে। কিন্তু ম্যাকার্থি তার স্পিকারশিপের বিরুদ্ধে গেটজের পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। সিবিএস এর ফেস দ্য নেশন শোতে তিনি বলেন, আমি এই অবস্থা পার হয়ে যাবো। তিনি কিছু করার চেয়ে টিভি ইন্টারভিউ দেয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।

বাজার দর
SENSEX : 65512.10 -316.31
NIFTY : 19528.75 -109.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °C	22.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) » 17 .33 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05 .41 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

‘তোমার স্বপ্নকে স্পর্শ করো’, আফগান নারী ভলিবল দলের আহ্বান

কাবুলঃ আফগানিস্তানের ভলিবল দলের আশা, তালিবানকে অগ্রাহ্য করে এশিয়ান গেমসে তাদের উপস্থিতি সে দেশের অন্য নারীদের তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে উৎসাহিত করবে। তারা বলছে, হ্যাংঝুতে প্রতিযোগিতা করার জন্য সংঘাত, নির্বাসন এবং তাদের পরিবারের ওপর থাকা হুমকির বিরুদ্ধে তারা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তালিবান আফগানিস্তানে নারীদের খেলাধুলা কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করে। এর অর্থ হলো চীনে ১২০ জনের বেশি প্রতিযোগী,কোচ এবং সুপারভাইজার সম্বলিত দলে আফগানিস্তান থেকে কোনো নারী সফর করছে না। তবে বিদেশী ক্রীড়া সংস্থার সহায়তায় ১২ জনের বেশি প্রবাসী আফগান নারী অংশ নিচ্ছেন। তাদের বেশিরভাগই ভলিবল স্কোয়াডে অংশ নিচ্ছেন। রবিবার জাপানের কাছে ৩-০ গোলে হারার পর মিডল ব্লকার মুরসাল খেদরি (২৫) এএফপিকে বলেন, আমি মনে করি এটি আফগান নারীদের জন্য একটি বড় আশাবাদের বিষয়, তারা তাদের স্বপ্ন দেখার হাল ছেড়ে দেয়নি, তাদেরকে তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে হবে। বারো সদস্যের আফগান স্কোয়াড সপ্তাহান্তে কাজাখাস্তানের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল। তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ কাজাখাস্তানের কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মনোবল দৃঢ় ছিল। আফগানিস্তানে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপের ভয়ে হ্যাংঝুতে কিছু আফগান খেলোয়াড় সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলামের কঠোর ব্যাখ্যার অধীনে তালিবান কর্তৃপক্ষ আফগান নারীদের ওপর উচ্চশিক্ষা এবং অনেক সরকারি চাকরি থেকে নিষেধাজ্ঞাসহ বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। দলটি সোমবার হংকং এর বিপক্ষে তাদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে।

বিহারের জাতিগত গণনার ফল প্রকাশিতঃ রাহুল গান্ধীর দাবি সারা দেশে জাতিগণনার

নয়াদিল্লি ঃ সোমবার ২ অক্টোবর ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বিহারের রাজ্য সরকার প্রকাশিত সে রাজ্যের কাস্ট সেন্সাস বা জাতিগত গণনার ফল।বিহারের ফল প্রকাশ হতেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দাবি তুলেছেন, সারা ভারতে জাতিগত গণনার। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর দাবি, দেশে জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশ অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণি বা ওবিসি এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ।

সোমবার প্রকাশিত বিহারের জাতিগত গণনার ফলাফলে জানা যায় বিহারে ১৩ কোটি জনসংখ্যার ৬৩ ভাগই অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণি বা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।এরমধ্যে ৩৬ শতাংশ অতি পিছিয়ে পড়া বা এক্সট্রিম ব্যাকওয়ার্ড শ্রেণিভুক্ত। পশ্চাৎপদ বা ব্যাকওয়ার্ড ২৭.১ শতাংশ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে তাৎপর্যপূর্ণ হল, বিহারের জাতি গণনার ফল সামনে আসতেই জাতীয় স্তরে সক্রিয় হয়েছে কংগ্রেস। তুলনায় নীরব বিজেপির সর্ব ভারতীয় নেতৃত্ব। বিহারের বিজেপি শিবিরের নেতারা অবশ্য জোরালো আপত্তি তুলেছেন কাস্ট সেনসাস এর ফল নিয়ে।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বিহার সরকারকে সাধুবাদ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসই দেশে জাতি গণনায় পথিকৃৎ। ২০১২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ গোটা দেশে আর্থ সামাজিক সমীক্ষা করিয়েছিলেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, সেই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিলেন ইউপিএ সরকারের দুই শরিক নেতা বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব এবং উত্তর প্রদেশের প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদব। উল্লেখ্য, সেই সমীক্ষাতেই জানা গিয়েছিল দেশে কোন জাতি জনসংখ্যার কত ভাগ এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে তারা কোন স্তরে অবস্থান করছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। ফলে নতুন করে জাতি গণনার দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস শাসিত কর্নাটক সরকার ইতিমধ্যে জাতি গণনার কথা ঘোষণা করেছে। কংগ্রেস তাদের উদয়পুর ঘোষণাতেই জানিয়েছে, ক্ষমতায় ফিরলে এই দল সারা দেশেই জাতি গণনা করাবে। এই ঘোষণার মাধ্যমেই কংগ্রেস জাতের প্রশ্নে দলের অবস্থান এবং নির্বাচনী রণনীতি বদলের কথা ঘোষণা করে।

ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ ‘প্রতিক্রিয়াশীল’, বললেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

তেহরান ঃ ইরানের প্রধান শত্রু ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে এই অঞ্চলের দেশগুলির যেকোনও রকম উদ্যোগকে নিন্দা করলেন দেশের প্রেসিডেন্ট এব্রাহিম রাইসি। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদমুখিতা বলে অভিহিত করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরাইল ও সৌদি আরবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপনের চলতি সমঝোতার মধ্যেই এমন মন্তব্য উঠে এলো। যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার বলেছে, দুই দেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তেহরানে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক ইসলামিক সম্মেলনে রাইসি বলেন, ইহুদিবাদী শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলা ইসলামি বিশ্বের যেকোনও সরকার পক্ষে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ। সৌদি আরবে রবিবার এক ইসরাইলি প্রতিনিধি দলের পৌঁছনোর কথা রয়েছে। এই দেশে কোনও ইসরাইলি মন্ত্রীর প্রথম সরকারি সফরের কয়েক দিন পর আসছেন প্রতিনিধি দল। সম্ভাব্য চুক্তির আগে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চয়তা দিতে তিন দশকে এই প্রথমবার দখলকৃত পশ্চিম তীরে বুধবার প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে সৌদি আরবও। কোনও রকম স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বিদেশীদের ইচ্ছা বলে রবিবার তকমা দিয়েছেন রাইসি। তিনি আরও বলেছেন, ইসরাইল নিয়ে আত্মসমর্পণ ও সমঝোতা আলোচ্যসূচিতে ছিল না। তিনি জানিয়েছেন, দখলকৃত ভূমি ও ইসলামি বিশ্বের যোদ্ধাদের একমাত্র বিকল্প হল শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও রুখে দাঁড়ানো। ইরানের অবস্থানকেও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি, আর তা হল, জেরুজালেমকে মুক্ত করতে হবে।

নিউইয়র্কে ট্রাম্পের ব্যবসায়িক জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু, বিচারক এবং প্রসিকিউটরের সমালোচনায় ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক ঃ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্কে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলার বিচার কার্যক্রমের প্রথম দিনে আদালতে হাজির হন। ওই মামলায় তার বিরুদ্ধে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তার বিশাল রিয়েল এস্টেট হোল্ডিং এর মূল্যের জালিয়াতি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ট্রাম্প বিচারক আর্থার এনগোরনকে দুর্বৃত্ত বিচারক এবং নিউইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসকে বর্ণবাদী বলে অভিহিত করেন। এনগোরন ইতোমধ্যেই রায় দিয়েছেন যে প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্ট তার ট্রাম্প অর্গানাইজেশন রিয়েল এস্টেট সংস্থায় জালিয়াতি করেছেন। অন্যদিকে জেমস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি ডলার জরিমানা এবং নিউইয়র্কে তার ব্যবসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি করছেন। অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে নিউইয়র্ক সিটির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তার গোল্ড প্লেটেড তিনতলা পেন্টহাউস ট্রাম্প অ্যাপার্টমেন্ট এটির প্রকৃত আকারে প্রায় তিনগুণ এবং এটির মূল্য ৩২ কোটি ৭০ লাখ ডলার। জেমস বলেন, নিউইয়র্ক সিটির কোনো অ্যাপার্টমেন্ট এত বেশি দামে বিক্রি হয়নি। ট্রাম্প দক্ষিণের অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডার সমুদ্রতীরবর্তী তার অবকাশকেন্দ্র মার এ লাগোর মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন ৭৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। জেমসের দাবি, এটি ওই অবকাশকেন্দ্রের যুক্তিসঙ্গত অনুমিত মূল্যের ১০ গুণের বেশি।সোমবার আদালতে ট্রাম্পের স্বেচ্ছায় উপস্থিতি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। গত বছর যখন তার কোম্পানি এবং এটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজন কর জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তখন তিনি সাক্ষী এমনকি দর্শক হিসেবেও আদালতে হাজির হননি।

অস্কার ২০২৩-এ অস্কারের মঞ্চে তুমুল সমাদৃত হয়েছিল এস এস রাজামৌলি পরিচালিত ‘আরআরআর’

আগামী বছর অস্কার এর জন্য ভারত থেকে নির্বাচিত সিনেমা কেরলের ‘২০১৮ ঃ এভরিওয়ান ইজ আ হিরো’

নয়াদিল্লি ঃ (এজেন্সী) ঃ আগামী বছর, ২০২৪-এর অস্কার পুরস্কারে পাঠানোর জন্য ভারত থেকে সিনেমার চূড়ান্ত বাছাই করে ফেলেছে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। এই দৌড়ে ছিল ‘দ্য কেরালা স্টোরি’, ‘গদর ২’, ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’-সহ আরও অনেকগুলি সিনেমা। তবে সবাইকে পিছনে ফেলে অস্কার এ প্রতিযোগিতার মঞ্চে জায়গা করে নিল দৌড়ে জিতে গেল কেরলের মালয়ালি ভাষার সিনেমা ‘২০১৮ ঃ এভরিওয়ান ইজ আ হিরো’। সিনেমাটির পরিচালক জুড অ্যান্টনি জোসেফ। ২০২৩-এ অস্কারের মঞ্চে তুমুল সমাদৃত হয়েছিল এস এস রাজামৌলি পরিচালিত ‘আরআরআর’। এর পাশাপাশি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস এর মঞ্চে সেরা মৌলিক গানের শিরোপাও জিতেছিল এই সিনেমার গান ‘নাটু নাটু’। এই সমাদর ও অস্কার জয়ের কারণে আগামী বছর অস্কারে সিনেমা পাঠানো নিয়ে বিশেষ উত্তেজনা ছিল নির্মাতাদের মধ্যে, মত চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের। অনেকগুলো সিনেমাই তালিকভুক্ত হয়েছিল।

’দ্য কেরালা স্টোরি’ (হিন্দি), ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ (হিন্দি), ‘ঘুমর’ (হিন্দি), ‘বালাগাম’ (তেলেগু), ‘ভালভি’ (মারাঠি), ‘বাপলিওক’ (মারাঠি), ‘১৬ আগস্ট, ১৯৪৭’ (তামিল)-সহ মোট ২২টি সিনেমা ছিল তালিকায়। সেখান থেকেই জুড অ্যান্টনি জোসেফের মালয়ালাম ছবি ‘২০১৮ ঃ এভরিওয়ান ইজ আ হিরো’-কে বেছে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কেরলে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই ভয়াবহ বন্যায় মৃত্যু হয়েছিল ৪৮৩ জনের বেশি মানুষের। নিখোঁজ ছিলেন প্রায় ১৫ জন। সেই বন্যার ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ‘২০১৮’-র চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মালয়ালম অভিনেতা টবিনো থমাস। সেই ভয়ঙ্কর বন্যার সময় কীভাবে মানুষই মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তা নিজের সিনেমাতে তুলে ধরেছেন পরিচালক। আগামী বছর ১০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এ ৯৬তম অস্কার অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল থেকে দিনভর হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কে জড়োসড় মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের লতা পাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা

কোচবিহার ঃ সকাল থেকে দিনভর হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কে জড়োসড় মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের লতা পাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। আজ সকালের স্থানীয় বাসিন্দারা তিনটি হাতিকে এলাকায় দেখতে পায়। হাতি দেখতে ভিড় জমাতে থাকে স্থানীয় বাসিন্দারা। মাথাভাঙ্গার লতা পাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সময় জঙ্গল থেকে বাইসন ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে থাকে। বাইসনের পর এবার লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে হাতি। আর তা দেখে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। তাও আবার একটাদুটো হাতি নয়, এক সঙ্গে লোকাল ঢুকে পড়েছে তিন তিনটি হাতি। এলাকায় হাতি দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামচন্দ্র বর্মন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে হাতি তিনটি ঢুকে পড়ে এবং বাড়ির মন্দির ভেঙে ফেলে হাতি তিনটি। এছাড়াও ওই এলাকার মদন বর্মন নামে আরেক ব্যক্তির বাড়িতে হাতি তিনটি ঢুকে তাণ্ডব চালায়। ঘরের ভেতরে থাকা টিভি থেকে শুরু করে আসবাবপত্র ভেঙে যায় হাতির তাণ্ডবে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক মদন বর্মন জানান, আজ সকালে হাতি তিনটি তার বাড়ির পাশে আসে । হাতি তিনটিকে দেখতে পেয়ে তারা পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন। হাতে তিনটি বাড়িতে ঢুকে ঘর ভাঙচুর করে এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বনদপ্তরে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তর ও পুলিশ কর্মীরা। বনদপ্তর এর কর্মীরা দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় হাতি তিনটিকে লোকালয় থেকে বনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান , এই হাতির দলটি খাবারের খোঁজেই লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। কোচবিহারের এ ডি এফ ও বিজন নাগ জানান দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় হাতি তিনটিকে লোকালয় থেকে বের করে জলদাপাড়া ব্যাঙ ডাকি এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান ওই এলাকায় চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলিকে বনদপ্তর এর নিয়ম অনুযায়ী বনদপ্তরের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

লাটাগুড়ি গরুমারা জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি - চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গজরাজ

জলপাইগুড়ি ঃ লাটাগুড়ি গরুমারা জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি - চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গজরাজ। অবরোধের ফলে সড়কের দুই ধারে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। বুধবার দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিট থেকে ৩ টা পর্যন্ত জঙ্গলের ভিতরের জাতীয় সড়কে একটি দাতাল হাতির অবরোধ করে। এতে জাতীয় সড়কে উভয় পাশে যানজট হয়।বহু বাইক, স্কুটি, ছোট ও বড় গাড়ি সহ সকলকেই ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রাস্তার উভয় পাশের যাত্রীরা মোবাইল ফোনে হাতির ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারমধ্যে একাধিক পর্যটক হঠাৎ করেই হাতি দেখতে পেয়ে খুশি হন। দুই একটি বাইক ও ছোট গাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ওই দাতাল তাদের তাড়া করায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ওই দাঁতাল হাতিটি রাস্তায় থাকার পর ফের জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়। এরপরেই রাস্তায় চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রেল দপ্তরের একাধিক উদাসীনতার প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

আলিপুরদুয়ার ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও রেল দপ্তরের একাধিক উদাসীনতার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার জংশন ত্বঞ্জ চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের অবস্থান বিক্ষোভ।বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। মূলত আলিপুরদুয়ার জংশন রেল ডিভিশনের শ্রীবৃদ্ধি এবং আলিপুরদুয়ার জংশন রেল ডিভিশনের রেল দপ্তরের একাধিক উদাসীনতার প্রতিবাদে এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজিত হয়।এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সমীর ঘোষ, আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি অসীম বোস, বিবেকানন্দ ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকান্ত দে সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

চুরি যাওয়া সোনা ও রুপার অলংকার উদ্ধার করলো পুলিশ, গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি ঃ জানাগেছে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া পড়াঝাড় ও মমতা পাড়া এলাকার পৃথক দুটি বাড়ি থেকে দিনের বেলায় চুরি যায় বেশকিছু সোনা ও রুপোর অলংকার।

ঘটনার পর দুজনেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে অভিযোগে ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অবশেষে মঙ্গলবার নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত শান্তিপারা এলাকা থেকে সঞ্জয় রায় ওরফে লাদেন কে গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় চুরি যাওয়ার সোনা ও রুপোর অলংকার।। বুধবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়।। এদিকে চুরি যাওয়া অলংকার ফিরে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দুজনেই।

১১ কোটি টাকা ব্যায়ে ৩টি রাস্তা নির্মানের শুভ সুচনা করলেন মাননীয় শ্রী উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকুল্যে দিনহাটা ১ নং ব্লক ও ২ নং ব্লকে ১১ কোটি টাকা ব্যায়ে ৩টি রাস্তা নির্মানের শুভ সুচনা করলেন মাননীয় শ্রী উদয়ন গুহ। এদিন দিনহাটার রানিরহাট থেকে আবুতারা, রানিরহাট থেকে টিয়াদহ এবং দিনহাটা ভিলেজ টু গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি স্কুলের পাশে ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি জানান দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তাগুলির দাবি জানিয়েছিল ওই এলাকার বাসিন্দারা। এই তিনটি কাজের জন্য ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং আজ থেকে এই তিনটি রাস্তার কাজ এর সূচনা হলো।

শিশু পাচার নার্সিংহোমে গ্রেপ্তার আট

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে বোলপুরের সিয়ান আদ্যাশক্তি নার্সিংহোমে বাচ্চা পাচারের অভিযোগে হাসপাতালের দুই কর্মী সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে রয়েছে নার্সিংহোমটি । সাইথিয়া থানার বড়সিজা গ্রামের আজমিরা বিবি সিয়ান আদ্যাশক্তি নার্সিংহোমে বাচ্চা প্রসব করার পর নার্সিংহোমের দুই কর্মীর মাধ্যমে কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে কুননাহার গ্রামের মধুমিতা মন্ডলের কাছে বিক্রি করে দেয় । গোপনসূত্রে খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালের দুই কর্মী,মধুমিতা মন্ডল সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে । বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি বলেন, পুলিশ প্রশাসন দেখছে । যেহেতু আমরা লাইসেন্স দিই তাই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দেখবো ।

ফালাকাটা কলেজের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ফালাকাটা কলেজের কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয় ফালাকাটা কলেজের সেমিনার হলে

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটা কলেজের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ফালাকাটা কলেজের কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয় মঙ্গলবার ফালাকাটা কলেজের সেমিনার হলে। এদিন এই উপলক্ষে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ড উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মুহুরী, ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক বর্মন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ । ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, ফালাকাটা কলেজ স্থাপনে ফালাকাটার যে সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা এই কলেজ স্থাপন করেছিলেন তাদেরকে এদিন সম্মান জানানো হয়, এর পাশাপাশি ফালাকাটা কলেজের ৯৪ জন ছাত্রছাত্রী ক্রীড়া জগতে ফালাকাটা কলেজের নাম উজ্জ্বল করেছে তাদেরকেও সংবর্ধনা দেওয়া হলো। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ফালাকাটা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, আমরা সেরকম ভাবেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, অনুমোদন পেয়ে গেলেই আমরা ক্লাস শুরু করে দেব।

৪০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে কোচবিহার পুলিশ

কোচবিহার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহারের চকচকা সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে পুলিশ ঘাত লাগিয়ে বসেছিল। এরপর সনাক্তকারী সেই লরিটি আসতেই তারা লরিটিকে আটক করে এবং সেই লরিটির গোপন জায়গা থেকে ৪০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে কোচবিহার পুলিশ। সেই গাজার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা বলে জানা যায়।কোচবিহার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন একটি গাড়ি গোহাটি থেকে আসছিল সেই গাড়ির ভেতর থেকে এগুলো উদ্ধার করি।তবে সেই লরির চালক রঞ্জিত কুমার জানান আমি বিহারে সিমেণ্টের গাড়ি চালাই। মালিক আমাকে এই গাড়িটি গোহাটি থেকে বিহারে নিয়ে যেতে বলেছিল তাই গাড়িটি নিয়ে যাচ্ছিলাম।

রাজ্য সড়ক অবরোধ করে পিকআপ ভ্যান এবং টাটা ম্যাজিক চালকদের বিক্ষোভ

কোচবিহার ঃ মাথাভাঙ্গা ১নং ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাকাটা রাজ্য সড়কে প্রায় ১ ঘন্টা পথ অবরোধ করলো পিকআপ ভ্যান এবং টাটা ম্যাজিকের চালকরা। ঘটনায় আটকে পড়ে যায় শিলিগুড়ি মাথাভাঙ্গা গামী গাড়িগুলো। অবরোধকারীদের অভিযোগ, রেজিস্ট্রেশন বিহীন ভটভটি এবং টোটোর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল তারা। সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পরেও আমরা ভাড়া পাই না। বরং যেসব গাড়ি সরকারকে ট্যাক্স দেয় না তারা দিব্যি ভাড়া পেয়ে চলছে। বিষয়টি প্রশাসনকে একাধিকবার জানালেও কোনো কাজ হয়নি। তাই এদিন পথ অবরোধ করা হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ উঠে যায়।

ট্রাফিক ভবনের উদ্বোধন ও রক্তদান শিবিরের সুচনায় নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর

শিলিগুড়ি ঃ ট্রাফিক ভবনের উদ্বোধন ও রক্তদান শিবিরের সুচনায় নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।বুধবার শিলিগুড়ি তেরাই লাইন্স ব্লাড ব্যাংক ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এন জে পি ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন ট্রাফিক গার্ড অফিসে আয়োজিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুলিস কমিশনার সি সুধাকর।এদিনের রক্তদান শিবিরে এন জে পি ট্রাফিক গার্ডের আই সি সাইনুর রহমান সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা রক্তদান করেন।প্রায় ৫০ ইউনিট সংগৃহিত রক্ত ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের আর্থিক সহযোগিতায় নব রুপে সজ্জিত ট্রাফিক ভবনের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

৮০ হাজার টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ।ধৃতের নাম অনুপ গোয়ালা।রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরের বাসিন্দা।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার দুপুরে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়ামোড় সংলগ্ন রামনগর বস্তির বাসিন্দা ববিতা রায় তার ছেলের চিকিৎসার জন্য জমানো টাকা এনজেপি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক থেকে তুলে টোটোতে করে বাড়ি ফিরছিলেন।

রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে গেলো সোলার পাম্পের জল তোলার মোটর

আলিপুরদুয়ার ঃ রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে গেলো সোলার পাম্পের জল তোলার মোটর।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি পূর্ব পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা ব্যয়ে গত ২০২২ - ২৩ আর্থিক বছরে তৈরি করা হয় সোলার পাম্পটি।মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতীরা সোলার পাম্পের বৈদ্যুতিক মোটর চুরি করে নিয়ে যায়।এরফলে এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা যায় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।স্থানীয় প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় এলাকাবাসী।

আবারও দক্ষিণ শহরতলিতে বড়সড় অস্ত্র কারখানার হদিস

জয়নগর ঃ আবারও দক্ষিণ শহরতলিতে হদিস মিলল বড়সড় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার । দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানার কাশীপুর কামারিয়া গ্রামে রীতিমত জমিয়ে চলছিল এই কারখানা । বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের হানায় শেষমেশ গ্রেফতার হয় ওই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী । ধৃতের নাম রহমতুল্লা শেখ।উদ্ধার হয় দুটি লং ব্যারেল গান , আটটি পাইপগান । এছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম সহ বেশ কয়েকটি অসমাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রও । ধৃতকে বুধবার বারুইপুর আদালতে তোলা হয় । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত রহমতুল্লা দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি ও কেনাবেচার সাথে যুক্ত ছিল । গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়ার পর বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা জয়নগর থানা ও বকুলতলা থানার পুলিশকে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে যৌথভাবে অভিযান চালায়। মুলত ক্রেতা সেজে প্রথমে যোগাযোগ করা হয় ধৃত অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ডেলিভারি করার কথা ছিল জয়নগরের ময়দা এলাকায় একটি নার্সিংহোম এর সামনে। নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রায় দেড় ঘঃটা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়। পুলিশ কর্মীরা মোটরসাইকেল ও অটোতে ছিলেন । বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পর ময়দা এলাকা থেকেই শেষমেষ অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ । এরপর তাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ । মুলত নির্জন এলাকায় দুকামরার ঘর ও সামনে চালাঘরেই চলছিল আগ্নেঅস্ত্র তৈরির কারবার। বাড়ির পেছনেই রয়েছে পুকুর। যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। পুকুরের জলেও প্লাস্টিক দিয়ে সিল করে লুকানো ছিল আগ্নেয়াস্ত্র । সেখান থেকেও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। বাড়িতে অভিযুক্তর তার স্ত্রী ও ছেলে থাকত। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই কারখানায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র মূলত কোথায় কোথায় কাকে বিক্রি করা হত ও এর কে কে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত তা জানতে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

গনেশ পুজো উপলক্ষে অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম কলকতার কসবা অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজন করে এক অভিনব অনুষ্ঠান

কলকাতা ঃ গনেশ পুজো উপলক্ষে বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দিনী ভট্টাচার্য মহাশয়ার নেতৃত্বে অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম কলকতার কসবা অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজন করে এক অভিনব অনুষ্ঠান। উপিস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ, বঙ্গীয় হিন্দু সেনার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ, ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি সৌগত সিংহ সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানে নৃত্য, এবিএমএফ ব্লুজের সঙ্গীত, পুরুষদের শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি সবকিছুই হয়। এদিনের বিশেষ চমক সন্তানদের উদ্দেশ্যে পিতাদের প্রদীপ জ্বালানো এবং মেন্স এক্সক্লুসিভ নামে একটি পোর্টালের উদ্বোধন। উপিস্থিত অথিতিরা পুরুষ ও লিঙ্গ নিরপেক্ষ আইন সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। এদিন লোকের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

খেজুরি দু'নম্বর পঞ্চায়েত এর স্থায়ী সমিতি গঠনের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরকে কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়েফেলা হয়

কলকাতা ঃ শেষমেষ অশান্তি এড়াতে খেজুরি দু'নম্বর পঞ্চায়েত এর স্থায়ী সমিতি গঠনের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরকে কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়েফেলা হয়।

খেজুরি২ পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ছিল ১৫। বিজেপি পায় ৯টি আসন, তৃণমূল কংগ্রেস পায় ৬টি আসন। পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের আগে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করে দুই সদস্য। ফলে তৃণমূল ৮, বিজেপি ৭। খেজুরি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি এবং সহসভাপতি তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর স্থায়ী সমিতি গঠনের সময় ব্যাপক গন্ডগোল বেঁধে যায়, বোমাবাজির অভিযোগও ওঠে, শিশির অধিকারির গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, আহত হয় শিশির অধিকারি এমনই অভিযোগ ওঠে। সেদিনের মত স্থায়ী সমিতি গঠন বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে স্থায়ী সমিতি গঠন করা হবে। সেইমতো বুধবার সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় জেলাশাসকের দপ্তরের ৫০০ মিটার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। খেজুরি দু'নম্বর পঞ্চায়েত স্থায়ী সমিতি নির্বাচনে ২৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। পঞ্চায়েত সমিতির ১৫ জন সদস্য এছাড়াও পঞ্চায়েতের প্রধান, বিধায়ক সাংসদ।

কল্যাণী পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়া ও হোস্টেলে আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে ওই এলাকার স্থানীয়দের গন্ডগোল

নদিয়া ঃ কল্যাণী পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়া ও হোস্টেলে আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে ওই এলাকার স্থানীয়দের গন্ডগোল বাধে। মূলত তার জেরে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোটা এলাকা। গন্ডগোলের জেরে কয়েকজন কমবেশি জখন হয়েছেন। খবর পেয়ে এলাকায় পুলিশ ও ব্যাফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবুও এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনার কি হয় হয়। ঘটনা সূত্রপাত হয় কয়েকদিন আগে মুসলিম ভাষায় গালিগালাজ করাকে কেন্দ্র করে। এরপর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে কম বেশি বচসার সৃষ্টি হয়। মূলত তারই পরিপ্রেক্ষিতে দিন কয়েক ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তি চলছে।

বাগনান খালোর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম পাড়ায় একটি বাড়িতে ডাকাতি

কলকাতা ঃ বাগনান খালোর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম পাড়ায় একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়। বাড়ির মালিক জানান দুদিন ধরে স্ত্রী সন্তান কে নিয়ে দিদির বাড়ি ঘুরতে গিয়েছিলেন আজ বেলা ১১ টার পর বাড়িতে ফিরে দেখেন মেন গেটের তালা কাটা লন্ডভন্ড হয়ে আছে বেড রুমের আলমারি লকার তিনি জানান আলমারিতে সোনা দানা টাকাপয়সাও ছিল বেশ কিছু প্রায় তিন লাখ টাকার কাছাকাছি। তিনি ইতিমধ্যে বাগনান থানায় যান এবং তার আগে বাড়িতে ভিলেজ পুলিশ আসে। ঘটনা তদন্তের জন্য বাড়ির মালিক বাগনান থানায় আরজিও জানান

সোনার দোকানের শাটার ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ডাকাতির

কলকাতা ঃ রানাঘাটে সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আবারো সোনার দোকানের শাটার ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ডাকাতির ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার ভালুকা পুরাতন বাজারের একটি সোনার দোকানে। জানা যায় প্রতিদিনের মতো রাত দশটা নাগাদ সোনার দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান সোনা ব্যবসায়ী গৌতম কর্মকার। সকালে এসে দোকান খুলতে গিয়ে দেখে দোকানের শাটার ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। এরপরেই ভিতরে গিয়ে দেখে দোকানে যে সমস্ত সোনা এবং রুপার গহনা ছিল সেগুলো একটাও নেই। অন্যদিকে ড্রয়ারে রাখা নগদ টাকা সেগুলো নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতের দল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাজারের অন্যান্য দোকানদাররাও ছুটে আসে সোনার দোকানের সামনে। দুষ্কৃতীরা পাশের একটি সোনার দোকানও ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়েছিল বলে চোখে পড়ে দোকানদারদের। ঘটনার খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। উল্লেখ্য দিন কয়েক আগে ই নদীয়ার রানাঘাটে একটি সোনার শোরুমে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি ঘটে। যার ফলে গোটা রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক রয়েছে সোনা ব্যবসায়ীরা। কৃষ্ণনগর ভালুকা তে নতুন করে সোনার দোকানে ডাকাতি হওয়ায় আবারো আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সোনার দোকানদার গৌতম কর্মকার বলেন, আরো অনেক সাত থেকে আট লক্ষ টাকার মূল্যের অলংকার নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতরা। তবে এই ঘটনা ওই বাজারে এর আগে কখনো ঘটেনি। এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারাযুক্ত তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপনার পিছনে কে বা কারা জড়িত জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

সালানপুর ঃ সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির বিহার রোডের হাসিপাহাড়ি ময়দান থেকে গতকাল সন্ধ্যায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময় এক মোটর সাইকেলে দুইজন আরোহীকে দাঁড় করাতে গেলে পুলিশকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা।পুলিশ তাদের তাড়া করে একজনকে ধরতে সফল হয়।এবং একজন পুলিশকে এড়িয়ে পালিয়ে যায়।ধৃত ওই ব্যক্তির নাম প্রদীপ কুমার মন্ডল(৩০)।পলাতক ব্যক্তির নাম বিকাশ কুমার মাহাতো।তারা পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া থানার পারবেলিয়া এলাকার বাসিন্দা।তবে তাদের আদি বাড়ি জামতোড়ার কোরমাটাহারে।পুলিশ ধৃত ব্যক্তির কাছে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি কার্তুজ উদ্ধার করে।তবে জানা যায় তারা ছিনতাই এবং সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। তারা এই এলাকায় ছিনতাই এর জন্য জড় হয়েছিলো।ধৃত প্রদীপ কুমার মণ্ডলকে বুধবার সকালে আসানসোল আদালতে তোলা হয়।তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ ৭ দিনের হেফাজতে চাওয়া হয়।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সালানপুর থানার রূপনারায়ানপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জার্মানিতে বিক্ষুব্ধ ডাক্তারদের কর্মবিরতি

বার্লিন ঃ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন 'জটিলতার' প্রতিবাদে একদিনের কর্মবিরতি পালন করেছেন জার্মানির ডাক্তাররা।

সোমবার জার্মানি জুড়ে প্রায় ১০ হাজার ডাক্তার এই কর্মবিরতি পালন করেন। এই কর্মবিরতির ফলে বন্ধ ছিল ক্লিনিক এবং চিকিৎসাসেবা।

ডাএই কর্মবিরতি শুধু সোমবার পালিত হলেও সপ্তাহান্তে (শনি ও রোববার)এবং সেই সাথে মঙ্গলবারের সাধারণ ছুটির দিন মিলিয়ে টানা চারদিন ধরে ব্যহত হয়েছে চিকিৎসাসেবা।

এই পরিস্থিতিতে বিপাকে থাকা রোগীরা বলছেন,ডাক্তাররেরা কৌশল অবলম্বন করে সোমবার কর্মবিরতি পালন করেছেন। রোগীদের একটি সংগঠনের দাবি, ডাক্তারদের এই কৌশলের কারণে দুর্বল এবং অসুস্থরা প্রাথমিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে।

কী দাবি ডাক্তারদের?

সরকারের বিদ্যমান স্বাস্থ্যনীতি জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয় মেটানোয় সহায়ক নয়, দাবি ডাক্তারদের। একইসাথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার চাপ তাদের জন্য সার্বিক পরিস্থিতি আরো বেশি জটিল করে তুলছে, বলছেন এই পেশাজীবীরা।

ডক্টর্স ইউনিয়ন (ফিরশোবুন্ড) চেয়ারম্যান ড্রিক হাইনরিশ বলেন, সরকারের নানান বিধিনিষেধে ডাক্তারদের কার্যালয় পিষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে বিল প্রদান সীমিতকরণের ফলে ডাক্তারদের সার্ভিসকে আরো সীমিত করতে হবে। কারণ, এসব কিছু তারা একসাথে করে উঠতে পারছেন না।

তিনি জানান, রোগীদের সেবা দেওয়ার পরিবর্তে ডাক্তাদেরকে বছরে ৬০দিন 'পেপারওয়ার্ক' করতে হয়। তাছাড়া বিমা কোম্পানিগুলো কত টাকা পর্যন্ত প্রদান করবে সে বিষয়টি সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার নীতিরও সমালোচনা করেন তিনি। তার মতে, একাধিক রোগী দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এই নীতি।

এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, জোট সরকারের স্বাস্থ্যখাতের রাজনীতিবিদদের প্রতি এবং চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের প্রতি এটি পরিস্কার সংকেত যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্ল লাউটেরবাখকে থামতে হবে। ''আমাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে। গত ৩০ বছর ধরে রাজনীবিদেরা এবং বিমা কোম্পানিগুলো আমাদেরকে খরচ কমাতে চাপ দিচ্ছে। আমরা আর এটি করতে পারছি না।''

সংগঠনটি আরো জানায়, ডাক্তারের সাক্ষাৎ পেতে রোগীদেরকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় এবং লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়। এদিকে জ্বালানিসহ বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়ছে এবং বেতনভাতাও বেশি দিতে হচ্ছে।

ডাক্তারদের সমালোচনা

দেশজুড়ে ১০ হাজার ডাক্তারের একসাথে কর্মবিরতিতে যাওয়ার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতর কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই পেশাজীবীরা। বিশেষ করে যে পদ্ধতিতে তারা কর্মবিরতি পালন করেছেন তার সমালোচনা করেছেন জার্মান ফাউন্ডেশন ফর পেশেন্ট রাইটসের চেয়ারম্যান অইগেন ব্রিশ।

তিনি বলেন, বেতনভাতা বাড়ানোর দাবিতে যেকোনো পেশাজীবীই আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু ডাক্তারদের অফিস এভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বিপাকে পড়েছেন রোগীরা। তার মন্তব্য, এমন কর্মবিরতি বিমা কোম্পানিগুলোর উপর বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর কোনো চাপ তৈরি করবে না।

তিনি আরো বলেন, অন্যখাতের ফ্রিল্যান্সের বেলায় গ্রাহকদের এভাবে টার্গেট করার কথা চিন্তাই করা যায় না। এর ফলে বিষয়টি পরিস্কার যে, স্বাস্থ্যসেবা খাতের রোগীদের মর্যাদা ওই গ্রাহকদের মতোও নয়।

এদিকে বেতন বাড়ানোর বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী লাউটারবাখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে বলেন, যেই ডাক্তারেরা নিয়মিত রোগী দেখেন তাদের বাৎসরিক আয় গড়ে বছরে প্রায় দুই কোটি ৩০ লাখ টাকা।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বেতন তিন দশমিক ৮৫ ভাগ বাড়ার কথা রয়েছে। তবে ডাক্তারদের সংগঠন ফিরশোবুন্ড বলছে, দেশে মূল্যস্ফীতি ৫ থেকে ৬ ভাগ পর্যন্ত উঠানামা করছে। সেইসাথে ডাক্তারদের বাৎসরিক আয়ের বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তথ্যের বিরোধিতা করে সংগঠনটি জানায়, করমুক্ত ও ইনসুরেন্স কন্ট্রিবিউশন বাদে ডাক্তারদের বাৎসরিক আয় গড়ে ৯৮ লাখ ৩৮ হাজার ৮২৫ টাকা।

টুকরো খবর

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা যাত্রীদের চুরি যাওয়া প্রায় ৩.৪৯ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১৮ জন

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ১৮ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ নিউ জলপাইগুড়ি, লামডিং, কিষানগঞ্জ, ডিমাপুর, জাগীরোড, নিউ বঙাইগাঁও, বরপেটা রোড, হোজাই ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায় ৩,৪৯,২০০ টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় হোজাইয়ের আরপিএফ টিম হোজাই রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় ০৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং যাত্রীর কাছ থেকে চুরি করা প্রায় ৭৬,৮০০ টাকা মূল্যের ছয়টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৫,৪০০ টাকা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। পরে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী ও ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপিহোজাইয়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে লামডিঙের আরপিএফ টিম লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় ০১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং যাত্রীর কাছ থেকে চুরি করা প্রায় ২৩,০০০ টাকা মূল্যের একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও ধৃত ব্যক্তিকে জিআরপিলামডিঙের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ টিম ও জিআরপিনিউ জলপাইগুড়ি টিম যৌথভাবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৯০৯ (ডিব্রুগড়-লালগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেসে অভিযান চালায় এবং যাত্রীর কাছ থেকে চুরি করা প্রায় ২০,০০০ টাকা মূল্যের দুটি মোবাইল ফোন সহ ০১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও ধৃত ব্যক্তিকে জিআরপিনিউ জলপাইগুড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) দ্বারা যাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ৮২ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া ১৩,২৩,৮৮৫ টাকার (আনুমানিক) বিভিন্ন সামগ্রী ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) কিশোর-কিশোরীদে উদ্ধার করা, দালালদের গ্রেপ্তার করা, মাদক সামগ্রী অথবা যাত্রীদের ফেলে যাওয়া ও চুরি যাওয়া ব্যাগ ইত্যাদি উদ্ধার করা থেকে শুরু করে রেল ব্যবহারকারীদের পূর্ণ মাত্রায় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সবসময় এক ডাইনামিক ভূমিকা পালন করে আসছে।

ভারতে নারী আসন সংরক্ষণ আইন কি মোদির নতুন কৌশল

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধ সংসদীয় ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভারতের নতুন সংসদ ভবনের পথচলা শুরু এই সময়েই। পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ সদস্যরা পুরোনো ভবনে জড়ো হন তাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় জানাতে। পরের দিন সদস্যরা নতুন ভবনে যান মার্চ করে। শাসক দলের মিছিলে ছিল হিন্দুত্ববাদী স্লোগান, বিরোধীদের হাতে হাতে ভারতের সংবিধান। দুটোই অর্থবহ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নতুন ভবনে। বিনা বাধায় পাস হয় নারী সংরক্ষণ বিল, দীর্ঘ ২৭ বছর যা ছিল প্রতীক্ষায়। কৃতিত্ব পুরোটাই নিজের কোলে টেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন ভবনে দাঁড়িয়ে বলেন, ঈশ্বর সম্ভবত এই কারণেই তাঁকে বেছেছিলেন। হয়তো ভুল বলেননি। কেননা নতুন সংসদ ভবন গড়ার তাগিদ সবার চেয়ে মোদিই বেশি অনুভব করেছেন। লোকসভা ও বিধানসভায় নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন পাসের চেষ্টায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন শরিকি নির্ভরশীলতার কারণে। মোদি সেই বাধা অতিক্রম করেছেন অনায়াসে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিলে সই করেছেন। নারী সংরক্ষণ বিল ওই দিন থেকেই আইনে রূপান্তরিত।

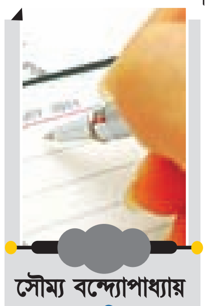

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক

এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। কারণ, ভারতীয় নারীরা কবে থেকে সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন, কেউ জানে না। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তো নয়ই, সম্ভবত ২০২৯ সালেও নয়। এ অনিশ্চয়তা ঘিরে রাজনীতি উত্তপ্ত। ‘ঈশ্বরপ্রেরিত’ প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ‘ম্যান ফ্রাইডে’ গুজরাটি দোসর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রশ্নবাণে জর্জরিত। আইন প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন এত অযৌক্তিক শর্ত, তার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারছেন না। ফলে প্রাধান্য পাচ্ছে তাঁদের রাজনৈতিক কৌশলের প্রসঙ্গ।

তা আলোচনার আগে একটু অতীতচারী হতে হবে। রাজনীতিতে নারীদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি যে কমিটি গড়েছিলেন, তার সুপারিশ কার্যকর করেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় নির্দিষ্ট হয় নারীদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ। তেমন সংরক্ষণ লোকসভা ও বিধানসভায় চালু করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া, অটল বিহারি বাজপেয়ী ও মনমোহন সিং। ১৯৯৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দেবগৌড়া নারী সংরক্ষণ বিল সংসদে পেশ করলেও পাস করাতে পারেননি। ২০১০ সালের ৯ মার্চ মনমোহন সিং তা রাজ্যসভায় পাস করান ১৮৬-১ ভোটে, কিন্তু লোকসভায় পারেননি শরিকি মতপার্থক্যের জন্য। নরেন্দ্র মোদির জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় ২৭ বছরের প্রতীক্ষা শেষে সেই বিল আইন হলো। কিন্তু অপেক্ষার আশু অবসান ঘটছে না। কেন ঘটছে না, সেটাই রাজনীতি।

জোর করে সহমরণে নিয়ে যাওয়া বধূর আর্তনাদ চাপা দিতে অতীতে এভাবেই সতীর নামে জয়ধ্বনি করা হতো।

কাড়া নাকাড়া বাজানো হতো। বিজেপি ওইভাবেই বেহাল অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, দুর্নীতি, আদানি, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারিতার প্রচার চাপা দিতে চাইছে। চাইছে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নতুন করে ঘষেমেজে চকচকে করে তুলতে। দেবগৌড়া বাজপেয়ী মনমোহন সিংদের বাধ্যবাধকতা নরেন্দ্র মোদির ছিল না। ২০১৪ সালেই ইচ্ছা করলে তিনি লোকসভায় এই বিল পাস করাতে পারতেন। কারণ, এই কক্ষে তাঁর দলের গরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ। বাড়তি সমর্থনের দরকারই নেই। রাজ্যসভাতেও এই সাড়ে ৯ বছরে অনেক কঠিন বাধা মোদি উতরেছেন বিরোধী শিবিরকে ছন্নছাড়া রেখে। সেখানেও এই বিল পাস হতো অনায়াসে। অথচ সাড়ে ৯ বছরে এর বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেননি। করলেন যখন, দেশ তখন মোটামুটিভাবে ‘ইলেকশন মুড’-এ চলে গেছে।

দ্বিতীয়ত, দেবগৌড়া ও মনমোহন সিংয়ের পেশ করা বিল আইন হলে সঙ্গে সঙ্গেই তার সুফল নারী সমাজ পেতে পারত। কিন্তু মোদি সরকারের এই ১২৮তম সংবিধান সংশোধন বিলে জোড়া হয়েছে তিনটি ফেঁকড়া। বলা হয়েছে, বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশে জনগণনা হবে। তার ভিত্তিতে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা নতুনভাবে নির্ধারিত হবে। তারপর নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে, পাঁচ বছরের জন্য কোন কোন কেন্দ্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। আইন অনুযায়ী এ ব্যবস্থা ১৫ বছর বলবৎ থাকার কথা।

এই ফেঁকড়া বা শর্ত দেবগৌড়া মনমোহনের বিলে ছিল না। মোদি কেন রাখলেন? নারী সংরক্ষণের জন্য জনগণনা তো আবশ্যিক নয়? সীমানা পুনর্বিন্যাসেরও দরকার নেই। তাহলে? কারণটি স্পষ্ট। বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো মোদিও চান না এখনই পুরুষশাসিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশে নারীরা থাবা বসান। তাহলে তাঁর দলের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষোভে বিপর্যয় অনিবার্য। অথচ নারীমন জিততে এই ভণিতাটুকু জরুরি। বিশেষ করে এই বছরের পাঁচ বিধানসভা ও পরের বছরের লোকসভা ভোটে। তাই এই ‘ভাবের ঘরে চুরি’।

বিরোধীদের ঐক্য ঠেকাতে এবারে বিজেপির দুই কৌশল

হালের ভোট রাজনীতিতে নারীরা পশ্চিমবঙ্গে তরিয়েছেন মমতাকে, বিহারে নীতীশকে, দিল্লিতে কেজরিওয়াল ও কর্ণাটকে কংগ্রেসকে। মোদিও বুঝেছেন, ২০২৪-এ জয়ের হ্যাটট্রিক করতে হলে নারী মহলের বিশেষ সমর্থন প্রয়োজন। না হলে ‘ইন্ডিয়া’র মোকাবিলা কঠিন। ২০১৪ সালে তিনি ছিলেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। তাঁর রাষ্ট্রীয় স্তরের রাজনীতির সাদা খাতায় কোনো আঁকিবুঁকি ছিল না। ২০১৯ সালে মুশকিল আসান হয়ে উঠেছিল পুলওয়ামা ও বালাকোট। জাতীয়তাবাদের নামাবলির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের মিলমিশ তিনি ঘটিয়েছিলেন চমৎকারভাবে। এবার জ্বলজ্বল করছে ১০ বছরের সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান। জমাখরচের ঘরে অনেক হিসাব, মিল অমিল গরমিলের প্রাচুর্য। ‘পারসেপশন’-এরও বদল ঘটেছে নানাভাবে। প্রশ্ন উঠছে হরেক রকম। সবচেয়ে বড় কথা, ১০ বছরে যা হয়নি, এবার সেই লক্ষ্যে বিরোধীরা অটল। ‘ইন্ডিয়া’ তাঁর রাতের ঘুম কেড়েছে। এ সময় একটা চমকের বড় দরকার ছিল তাঁর। সাড়ে ৯ বছর ধরে উপেক্ষিত নারীদের কাছে টেনে তাই বৈতরণি পেরোনোর চেষ্টা। যদিও সেখানেও ছলনার শেষ নেই। শারদ পাওয়ারের কন্যা সংসদ সদস্য সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, বিলটা ‘পোস্টডেটেড চেক’। ঠিকই বলেছেন। তবে সেই চেকেও একটা তারিখ থাকে। এখানে সব আবছা!

বিজেপির বিভাজনের নতুন কৌশল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

ভারতের শেষ জনগণনা ২০১১ সালে। ১০ বছর পর ২০২১ সালে পরের গণনার কথা ছিল। কোভিডের জন্য পিছিয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ ২০২৬ পর্যন্ত বন্ধ। জনগণনায় সময় লাগে দুই বছর। ২০২৪-এর আগে তা হচ্ছে না। পরের বছর শুরু হলে ২০২৭-এর আগে শেষ হবে না। কেন্দ্রগুলোর সীমানা পুনর্বিন্যাস শেষবার হয়েছিল ২০০২ সালে। শেষ হয়েছিল ২০০৮-এ। এবারও সে রকম সময় লাগলে ২০৩৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে নারীদের সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। সংগত প্রশ্ন, মোদি তাহলে এত তাড়াহুড়া করলেন কেন?

এর একটা উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। এই আইন দেখিয়ে আগামী ভোটে তিনি নারী সমর্থনকে ‘ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার’ করতে চাইছেন। সেই কারণে নিজেকে ‘ঈশ্বরপ্রেরিত’ বলে জাহির করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই আইনকে এমনভাবে প্রচারের আলোয় তুলে ধরার ছক কষেছেন (সেই কাজ শুরুও হয়ে গেছে), যাতে সরকারবিরোধী প্রচার চাপা পড়ে। জোর করে সহমরণে নিয়ে যাওয়া বধূর আর্তনাদ চাপা দিতে অতীতে এভাবেই সতীর নামে জয়ধ্বনি করা হতো। কাড়া নাকাড়া বাজানো হতো। বিজেপি ওইভাবেই বেহাল অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, দুর্নীতি, আদানি, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারিতার প্রচার চাপা দিতে চাইছে। চাইছে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নতুন করে ঘষেমেজে চকচকে করে তুলতে। সুপ্রিয়া সুলের জবানিতে নারী সংরক্ষণ আইন যদি ‘পোস্টডেটেড চেক’ হয়, বঙ্গজ উপমায় তাহলে ‘গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল’। বিরোধী বয়ানে এটাই নরেন্দ্র মোদির নবতম ‘জুমলা’ বা ধাপ্পাবাজি!

সম্পাদকীয়

ঐক্যের ৩৩ বছর, কোন পথে জার্মানি

৩৩ বছর আগে পূর্ব জার্মানির নাগরিকেরা পথে নেমেছিলেন অধিক গণতন্ত্রের জন্য। গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক ঘরানা থেকে বের হয়ে আসতে তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আজকে তাঁরাই আবার গণতন্ত্রের অনুশাসন মানছেন না। অধিক গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে ক্রমেই সাবেক পূর্ব জার্মানির পাঁচটি অতি জাতীয়তাবাদী স্বৈরাচারী রাজনীতির ধারক হয়ে উঠছেন। তার ছায়া পড়েছে পশ্চিমেও। অতি জাতীয়তাবাদীদের এই উত্থান আতঙ্ক ছড়াচ্ছে জার্মানির সমকালীন রাজনীতিতে। তদুপরি ঐক্যভূত জার্মানির ৩৩ বছর পূর্তিতে জার্মানির বেশি ভাগ মানুষ বিষয়টি ইতিবাচক বলে মনে করেন। জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, নানা অসংগতি, অপ্রাপ্তি এবং বিশাল ব্যয় সত্ত্বেও জার্মান পুনরেকত্রীকরণ দেশটির জন্য, শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক সাফল্যও এনে দিয়েছে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর জার্মান জাতি বিভক্ত হয়েছিল নাকি বিভক্ত করা হয়েছিল, ইতিহাসে সেই আলোচনা এখনো সরব। তবে যুদ্ধাপরাধের দায় মেনে নিয়ে, ১৯৪৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানি নাম দিয়ে দেশটি বিভক্ত হয়েছিল, সেটিই ঐতিহাসিক সত্য। ৪১ বছর বিভক্ত থাকার পর

১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর জার্মান জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ৩৩ বছর আগে জার্মানির ঐক্য কেন ঘটেছিল, এই নিয়ে এখন জার্মানিতে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। আর জার্মান সমাজ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসছে। ঐক্যের আগে পূর্বাঞ্চলের যে মানুষেরা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উন্মুক্ত সমাজ ও ঐক্যবদ্ধ জার্মানির স্বপ্নে বিভোর ছিল, এখন কি তাদের সেই স্বপ্নের ভঙ্গ ঘটেছে, বা তা নিয়ে পশ্চিমের মানুষদেরই মূল্যায়ন কী! ১৯৯৭ সাল থেকে, জার্মান সরকার দেশটির ঐক্য পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। ২০২২ সালে জার্মান পার্লামেন্টে এসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার কারস্টেন স্নাইডার বার্ষিক প্রতিবেদনে পেশ করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের ৬১ শতাংশ মানুষ জার্মান জাতির ঐক্যকে ইতিবাচক বলে মনে করেন। প্রতিবেদনে পূর্ব জার্মানিতে সম্পদ এবং আয়ের মাত্রা এখনো পশ্চিমের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শরণার্থী বা করোনাকালীন সংকট, ইউক্রেনের যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি এবং জ্বালানি সংকট ইত্যাদি নিয়ে সাবেক পূর্ব জার্মানির নাগরিকদের মধ্য হতাশা রয়েছে। আর পূর্বাঞ্চলের মাত্র ৩৯ শতাংশ নাগরিক বর্তমানে জার্মানিতে প্রচলিত গণতন্ত্রে সন্তুষ্ট। গত তিন দশকেরও বেশি সময়ে, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি, শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্য আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। জার্মান জাতির পুনঃ ঐক্যের ৩৩ বছর পূর্তির প্রাক্কালে অর্থনৈতিক নানা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দুই অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবু ১০ বছরের বেশি সময় ধরে জার্মানির অর্থনীতি ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। সাবেক পূর্ব জার্মানির পুনর্বাসন ও উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে এই অর্জন বিস্ময়কর। জার্মানির টেলিভিশন চ্যানেল জেডডিএফ একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হলো পোলিট ব্যারোমিটার, অর্থাৎ রাজনীতির থার্মোমিটার। তারা রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা জরিপ করে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, জার্মানির অতি জাতীয়তাবাদী দল এএফডি বা অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড দলটি দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের বড় দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আছেন তৃতীয় সারিতে আর প্রথম সারিতে আছেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটরা। বিষয়টি নিয়ে জার্মানির মূলধারার রাজনৈতিক দল সামাজিক গণতান্ত্রিক দল ও ক্রিশ্চিয়ান গণতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে অনেকে দায়ী করছেন। সম্প্রতি ‘ফ্রাঙ্কফুর্ট রোন্ডশু’ পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জার্মানির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য থুরিংঙ্গেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাম দলের বোডো রামেলো বলেছেন, শুধু জার্মানির পূর্বাঞ্চল নয়, জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ইউরোপজুড়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যা শুধু জার্মান নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর জন্য উদ্বিগ্নতার কারণ হতে পারে। তিনি মনে করেন, পূর্বাঞ্চলের মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। তাদের অনেকের দৃষ্টিতে, তারা পশ্চিম জার্মানদের দ্বারা তৈরি রাজনীতির শিকার এবং তারা নিজেদের প্রান্তিক নাগরিক বলে মনে করেন।

সাময়িকী

আমেরিকানরা দুর্নীতি করে না, এই মিথ কতটা সত্যি?

গত ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর বব মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নাদিন দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত হয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মেনেনডেজের বিরুদ্ধে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো। যুক্তরাষ্ট্রের আটর্নি অফিসের সূত্রমতে, মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা, নগদ অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ ঘুষ নিয়েছেন।

বেলেন ফার্নান্দেজ
কলামিস্ট

এসবের পরিমাণ কয়েক লাখ ডলার। নিউ জার্সির ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি তাঁর পদের ক্ষমতা ব্যবহার করে তিন ব্যবসায়ী ও মিসরের সরকারকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। অভিযুক্ত তিন ব্যবসায়ীর একজনের পৈতৃক বাড়ি মিসরে। ক্ষমতার সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক নিবিড়, এটি অতি প্রাচীন একটি কথা।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে চালু থাকা একটি মিথ হলো, দুর্নীতি পুরোপুরি অন্য দেশের ব্যাপার। কম সভ্য দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের বিষয় এটি। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের অঙ্গীকারের ঘাটতি রয়েছে, আইনের শাসনের প্রতি যাদের অশ্রদ্ধা রয়েছে, দুর্নীতি হলো তাদের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছুই পূতঃপবিত্র আর তাদের কর্মকর্তারা সবাই মহান। কিন্তু মেনেনডেজের কেলেঙ্কারি ফাঁসের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের খবরে যেভাবে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসছে তাতে বলা যায়, দুর্নীতি আমেরিকানদের মধ্যে আপেল পাইয়ের (আপেল দিয়ে তৈরি করা কেক) মতোই নিখুঁতভাবে মিশে আছে। এসম্পর্কিত একটি খবরে জানা যাচ্ছে যে মিসরের নিপীড়ক শাসকদের জন্য গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। বিষয়টি একটি বড় কেলেঙ্কারি। এটা নিশ্চিত যে এই নিখুঁত আপেল পাইয়ের ভেতর মেনেনডেজই একমাত্র পচা আপেল নন। ক্লারেন্স টমাসের কথাই ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারকের দুর্নীতির ঘটনা বিশদ তদন্ত করে নিউনিয়র্কভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা প্রোপাবলিকা।

প্রোপাবলিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পাদটীকায় বলা হয়েছে, ‘ঘড়ির কাঁটার মতোই, টমাস তাঁর অবকাশের সময়টা ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন তাঁর মতাদর্শের এবং তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এমন লোকদের সঙ্গে। এটা পুরোপুরি আইনশাস্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড।’

টমাসের এই অবকাশ যাপনের একটি ফিরিস্তি প্রোপাবলিকার প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৮ বার অবকাশ যাপন, ২৬ বার প্রাইভেট জেট প্লেনে ভ্রমণ, আটবার হেলিকপ্টারে যাতায়াত, বিলাসবহুল রিসোর্টে কয়েকবার ভ্রমণের হিসাব দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতের ধনকুবের হারলন ক্রো, যিনি নাৎসি স্মৃতিচিহ্নের নিবেদিত সংগ্রাহক। ডানপন্থী রাজনীতির এই পৃষ্ঠপোষক বিচারপতি টমাসের বিলাসবহুল অবকাশযাপনের অন্যতম অর্থদাতা। টমাসের নাতিকে একটি দামি প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর খরচ জোগানোসহ আরও অসংখ্য কাজে অর্থায়ন করেছেন তিনি।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রোপাবলিকা টমাসের আরেকটি কেলেঙ্কারি ফাঁস করে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি যাতে আরও বেশি ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে উদ্দেশ্যে গঠিত কোচ নেটওয়ার্কের একটি দাতা সম্মেলনে গোপনে অংশ নেন টমাস। শিল্প খাতের ধনকুবের কোচ ভাইয়েরা এই নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা। এ ঘটনায় আপনারা কী জানতে পারছেন? কোচ নেটওয়ার্কের কৌশল কী? যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করা যায়, এ রকম মামলা টমাসের আদালতে তোলা।

স্বার্থের সংঘাত বিষয়টি ধারণা হিসেবে কতটা পুরোনো আর অর্থহীন! দিন শেষে টমাসের এই সব কর্মকাণ্ড মার্কিন পুঁজিবাদের একটা খণ্ডাংশের ছবিমাত্র। মার্কিন পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাতদের স্বৈরশাসনই বজায় রাখে। অন্যভাবে, একজন যত দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন, এ ব্যবস্থা তত দূর পর্যন্তই দুর্নীতিগ্রস্ত।

অপরাধীদের এই তালিকা আরও দীর্ঘ। সুপ্রিম কোর্টের আরেক বিচারপতি স্যামুয়েল আলিটো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক এবং রিপাবলিকান পার্টির বড় দাতা পল সিঙ্গারের কাছ থেকে উপহার নিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে আলাস্কায় আলিটোর বিলাসবহুল ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন সিঙ্গার। সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলায় সিঙ্গারের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় দেন আলিটো। টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন পাক্সটনের কথা ধরা যাক। গত ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে আনা অভিশংসন খারিজ হয়ে যায়। পাক্সটনের বিরুদ্ধে ঘুষ, বিচারে বাধা, জনগণের আস্থা ভঙ্গ এবং অন্যান্য অসৎ আচরণের অভিযোগ উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাক্সটন ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টার সহযাত্রী ছিলেন।

সাত শ গ্রামের ইলিশের দাম বারো শ টাকা কেন

এ বছর ইলিশ যেন দূর আকাশের তারা হয়েই রইল। কেবল তাকে দেখা যায়, দূর থেকে ভক্তি নিবেদনও করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশভাজা শুকনা মরিচ পাতে ওঠে না। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমাদের এক বন্ধু বলছিলেন, এ মৌসুমে একটা ইলিশও তিনি কিনতে পারেননি। অথচ তাঁর ভাবনায় কতভাবে আসে মাছটি! এই সোমবার আমাদের একজন কনিষ্ঠ সহকর্মী বলছিলেন একই কথা। এ মৌসুমে একটা মাছও তাঁর থলেতে ওঠেনি। কেবল এ দুজন নন, এ বছর এমন গল্পের পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে হররোজ। মহার্ঘ বস্তুটি, যাকে নিয়ে লেখা হয়েছে কত কাব্যকথা, সাধারণের পাতে উঠছে না। ইলিশভাজার মৌতাতে মাতোয়ারা হচ্ছে না জনপদ। বাঙালি এখন ইলিশ নিয়ে আর কাব্য শুনতে চায় না, বাজারে গিয়ে মাছ কিনে ভেজে অথবা ঝোল করে খেতে চায়। কিন্তু হায় কপাল! মানুষ ভাবে কী আর হয় কী!

বাজারে এক কেজি আকারের ইলিশ ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকার নিচে নামলই না। ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের ইলিশও বিকোচ্ছে কেজি ১ হাজার ২০০-তে। এই অধম কলাম লেখক একাধিক দিন ইলিশ কেনার আশা নিয়ে বাজারে গিয়ে না কিনে ফিরে এসেছেন। কিংবা ‘মিনি সাইজ’-এর একটি বা দুটি কিনে এনে মুখরক্ষা করেছেন। কিন্তু বাজারে ইলিশ যে একেবারে নেই, তা তো নয়। মৌসুমের শুরুর দিকে কম ধরে পড়েছে সত্য, কিন্তু পরে জালে তো উঠেছে, যদিও তা অন্যবারের চেয়ে অনেক অনেক কম। এক কেজির ওপরে বা দেড় কেজি আকারের ইলিশও বাজারে দেখেছি। এ রকম আকারের একটা ইলিশের দাম দুই থেকে তিন হাজার টাকা। চারটে দশাসই ইলিশ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। যাঁরা এসব মাছ কিনতে পারছেন, তাঁরা কোন কোম্পানিতে চাকরি করেন, কোথায় সদাগরি করেন, আল্লাহই মালুম। তবে তাঁরা কেউ মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেননি, এ শহরেই বাস করেন। দিন শেষে ইলিশে তো সবই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কাড়াকাড়িও হচ্ছে, নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে টুকরি। তাহলে! সম্পদের প্রকট বৈষম্যের সে আরেক গল্প আজ থাকুক। ইফতেখার মাহমুদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তাঁরও কথা, ইলিশ মাছের জন্য তেমন কোনো বিনিয়োগ লাগে না। পোনা কেনা লাগে না, খাবার দেওয়া লাগে না, মাছ বড় করে তোলার জন্য কোনো জনবলও লাগে না। মাছ ধরার সময় কেবল জাল, মাঝিমাল্লাদের খাবার ও নৌযানের তেল খরচ। তাহলে এই মাছের দামের এমন রুদ্ররূপ কেন? কোনো যুক্তি নেই। সাম্প্রতিক সময়ে আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এ নিয়ে কিছু আলাপ পেড়েছেন। একটা দরকারি সেমিনার হোক ইলিশের দাম এত বেশি কেন? সার্বিক চিত্র উঠে আসুক। কে করবে? এ বছর নাকি নদীতে খুব কম মাছ ধরা পড়েছে। যা ধরা পড়েছে, তা সাগর থেকে এবং তা আকারে ছোট, জাটকার সমরূপ। আমাদের নদীতে দূষণ আছে, এটা ঠিক। বিশেষজ্ঞরা এটাকে বড় কারণ বলে হাজির করেন। দূষণ এবং স্রোতের গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নাকি ইলিশ নদীতে আসছে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নদীতে দূষণ তো নতুন কোনো সাবজেক্ট নয়। আমাদের মৎস্যজীবীরা যা হামেশা বলে থাকেন, আমরা ইলিশের ডিম পাড়া ও জাটকা ধরার সময় হিসাব করে মাছ ধরার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকি, সেই সময়ের মধ্যে গলদ আছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলবেন? আর গভীর সাগরে ভারত ও মিয়ানমারের নৌযান এসে ঠিক ওই সময়ে আমাদের সীমানা থেকে মাছ ধরে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে তো কোনো জোরালো পদক্ষেপ তো দেখি না। মাছ কম ধরা পড়ার এটা কি কারণ নয়? চাঁদপুরের একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বলছিলেন, আমাদের দেশের মাছ আমরা খাইতে পারি না। মাছ চলে যায় অন্য দেশে। পাশে দাঁড়ানো ইলিশ মাছের এক কারবারি বলছেন, ভারতে ইলিশ রপ্তানি হবে এমন খবরেই দাম বেড়ে গেছে কেজিতে ১০০ টাকা করে। কী কাণ্ড! কলকাতার মাছের বাজার। একজন হাঁকডাক করছেন, বাংলাদেশের মাছ চলে এসেছে। পদ্মার মাছ। বেশ সস্তা পাবেন। তাঁর কী উৎসাহ! দেখে ভালো লাগে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকার ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। অক্টোবর মাসজুড়ে ইলিশ রপ্তানি করা যাবে। মাঝে কয়েক বছর ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ ছিল। এ মৌসুমে ইলিশের কারবার মোটামুটি শেষ। কারণ, এই অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকবে ২২ দিন। প্রজনন মৌসুম সামনে রেখেই মূলত এই নিষেধাজ্ঞা। প্রজনন মৌসুমের পরই শেষ হয়ে যাবে ইলিশের মৌসুম। এরপর শুরু হবে জাটকা ধরার ওপর ওপর দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা। ইলিশ নিয়ে উচ্ছ্বাস মূলত বাঙালিদের ভেতরই। আর পূজা তো দুই বাংলার মানুষের অভিন্ন সাংস্কৃতিক উপলক্ষ। সে ক্ষেত্রে এই সময়ে ইলিশ রপ্তানি সমর্থনযোগ্য। কেবল অর্থ আয় তো ইলিশ রপ্তানির উদ্দেশ্য নয়, উৎসবের রং আর ছড়িয়ে দেওয়াই এর পেছনে নিহিত।

জানা অজানা

পদ্মাবতী ও দ্রৌপদীর কথোপকথন

সুনীল কুমার দে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।ভীষ্ম, দ্রোন, কর্ণ, দুর্যোধন,দুঃস্বাসন শকুনি আরো অনেকেই মারা গেছেন।যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন।ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।পান্ডবেরা জানতে পেরেছে কর্ণ তাদের বড় দাদা ছিলেন।পদ্মাবতী তাদের বৌদি।বৃষকেতু তাদের ভাইপো।রাজ দরবারে পদ্মাবতী ও বৃষকেতুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মাতা কুন্তী।পদ্মাবতী ও দ্রৌপদী পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করলেন।পদ্মাবতী দ্রৌপদী কে বললেন,,বোন, আমার স্বামী কর্ণ তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছে,বেশ্যা বলেছে,রাজসভায় যখন তোমার বস্ত্র হরণ হচ্ছিলো প্রতিবাদ না করে হাসাহাসি করেছে,মজা নিয়েছে।পাপী দুর্য্যধনের পক্ষ নিয়েছে।তিনি আজ নেই তাই তার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বোন।তুমি ক্ষমা করে দাও।উত্তরে দ্রৌপদী বললেন,,আমি ও তো কম দোষ করি নি দিদি।স্বয়ম্বর সভায় তাকে সুত পুত্র বলে প্রত্যাখ্যান করেছি।উপহাস করেছি।তাঁকে লক্ষ্য ভেদ করতে দি নি।জন্মের জন্য কেউ দায়ী নয়। কর্মেই মানুষ বড় হয়।ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর মানুষ সৃষ্টি করেছে জাত।তিনি ক্ষত্রিয় হয়েও সুত পুত্র বলে সমাজে তাঁর পরিচয় ছিলো।সেজন্য তাঁর কি দোষ।তাছাড়া তিনি এতবড় যোদ্ধা,বীর,ও দানী ছিলেন সুতরাং তাকে সুতপুত্র বলা ও প্রত্যা খান করা আমার উচিৎ হয় নি।পারো তো তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও দিদি।উত্তরে পদ্মাবতী বলেন,,আগে তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম কিন্তু আজ তোমার চরণ পূজা করতে ইচ্ছে করছে।আজ বুঝতে পারছি কেনো তোমাকে মহাসতী বলা হয়।পদ্মাবতী ও দ্রৌপদী কেউ কোনো অংশে কম নয়।প্রণাম জানাই এই দুই মহিয়সী নারীকে।এরাই আমাদের ভারতীয় নারী ও আদর্শ।

পাঠকের চিঠি

রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজা শুরু

এমনিতেই মা সকল নারীর মধ্যেই আছেন তবে কুমারী মেয়ের মধ্যে মায়ের প্রকাশ সব থেকে বেশি।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,,মাটির প্রতিমায় পুজো হয় আর জ্যান্ত মানুষের পুজো হবে না।নারী জাতিকে সম্মান দেওয়ার জন্য শক্তি স্বরূপিনি তাঁর সহধর্মিনী মা সারদাদেবীকে পুজোর আসনে বসিয়ে ফল হারিণী কালী পূজার দিনে মাতৃজ্ঞানে পুজো করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করেছেন।এর আগে কোনোসাধক,মহাপুরুষ,মানুষ ও অবতার পুরুষ নারীকে মায়ের আসনে বসিয়ে আজ পর্যন্ত পুজো করতে পারে নি কিন্তু পাগল ঠাকুর তা করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।পরবর্তি কালে ঠাকুরের প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম কুমারী পূজা শুরু করেন কাশ্মীরের এক মুসলমান মেয়েকে দেবী জ্ঞানে পুজো করে।সেই থেকে বেলুড় মঠে ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শাখায় দুর্গাপূজার অষ্টমী দিনে কুমারী পুজো হয়ে আসছে।কুমারী মেয়ের মধ্যে মায়ের শক্তি ও প্রকাশ বেশি।তাই মাকে শুধু মূর্তি ও প্যান্ডালে পুজো করাই শেষ কথা নয়।নারীকে যদি আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা দিতে না পারি তবে আমাদের শক্তি পূজার কোনো সার্থকতা নেই।সমাজে নারী নির্য্যাতন ও নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হউক দুর্গা পূজা উপলক্ষে সবার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বলেন তার মিয়ার ভোটের প্রয়োজন নেই, তাহলে তাদেরও মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কংগ্রেসের খোলাখুলি আন্ডারগ্রাউন্ড সমঝোতা রয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের চর এলাকার সংখ্যালঘুরা বিজেপি জিন্দাবাদ কিংবা নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিলেও তাদের ভোট প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন তারা সমর্থন জানাবেন কিন্তু তাদের ভোটের প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই ইতিমধ্যে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়টি হাতছাড়া না করে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন তার মিয়ার ভোটের প্রয়োজন নেই, সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাহলে তাদেরও মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন নেই, মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের দরকার নেই।

প্রসঙ্গত চর এলাকায় ব্যাপকভাবে বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী সমর্থনে স্লোগান দেওয়া পরিলক্ষিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন স্লোগান দিলেও তাদের ভোট চাই না। তাকে ভোট করতে হলে তিনটি শর্ত মানতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং ধর্মীয় গোড়ামী ত্যাগ করতে পারলেই তাকে কিংবা বিজেপিকে ভোট দেওয়া যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এই শর্ত পূরণ হলে আগামী দশ বছরের মধ্যে তিনি স্বয়ং চর এলাকায় ভোট চেয়ে প্রচার অভিযান চালাবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি নানা দল সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। এবার এক্ষেত্রে নতুনভাবে সংযোজন হয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেছেন বিজেপির যদি তাদের ভোট চাই না তাহলে তাদেরও বিজেপিকে ভোট দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে এর পাশাপাশি কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি।এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ বলেন প্রকৃতার্থে কংগ্রেস অসম এবং দিল্লিতে সরকার ক্ষমতা ক্ষমতায় থাকুক সেটা চাইছে। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে খোলাখুলি সমঝোতা করছে কংগ্রেস। ২০২৪ সালে সম্পূর্ণ ভারত থেকে বিজেপিকে বিদায় দেওয়ার জন্য লক্ষ্য ধার্য করেছে এআইইউডিএফ। কিন্তু কংগ্রেস শুধুমাত্র এআইইউডিএফকে বিদায় দিতে চাইছে। তবে বিজেপি অসমে কিংবা দিল্লিতে থাকুক তাদের কোন আপত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন বিজেপি ক্ষমতায় থাকুক এটা চাওয়ার একমাত্র অর্থ হলো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কংগ্রেসের খোলাখুলি আন্ডারগ্রাউন্ড সমঝোতা রয়েছে। এর জন্য কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে পারেনা। বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা রয়েছে এর জন্য এই দলটির বিরুদ্ধেও মন্তব্য করতে পারেনা কংগ্রেস। কিন্তু একমাত্র উপরওয়ালা এবং সাধারণ ভোটারদের সাহায্যের প্রয়োজন এআইইউডিএফ এর। এই সমর্থন দলে রয়েছে। এর জন্য বর্তমান রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চতুর্দিকে শুধুমাত্র বদরুদ্দিন, বদরুদ্দিন এবং বদরুদ্দিন। এর ফলে কংগ্রেস পাগলের মতন হয়ে রয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে যত দিন যাচ্ছে ততই এই বিষয়টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কতজন ব্যক্তি অজ্ঞান হবেন, কতজন ব্যক্তি হাসপাতালে যাবেন, কতজন ব্যক্তির মগজ ভালো থাকবে সেটার ঠিক নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাহুল গান্ধী এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা খারিজ করে দেওয়ার প্রসঙ্গে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন তিনি কংগ্রেসের কাছে যাননি। নিতিশ কুমার এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি কোনদিনও কথা বলেননি বলে মন্তব্য করেন দলটির সভাপতি। তবে দিল্লি থেকে বিজেপিকে উৎখাত করা স্বার্থে এআইইউডিএফ কংগ্রেস সহ বিরোধী মিত্র জোটকে সমর্থন জানাবে। এমনকি, এখনো যদি কংগ্রেস মিত্রতা করতে চায় সেটাতেও তিনি রাজি রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। কংগ্রেসের নেতাদের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন হলে তাদের বিরিয়ানি চিলি চিকেন মটন সবই খাওয়ানো হবে হাস্য কৌতুহলের মাধ্যমে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র এলাকার চা বাগানের শ্রমিকদের ১৮ টাকা করে মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দুর্গা পূজার ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে চা বাগান মালিকদের নির্দেশ রাজ্য সরকারের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গান্ধী জয়ন্তী দিবসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবিনেটে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র এলাকার চা বাগানের শ্রমিকদের ১৮ টাকা করে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে বরাক উপত্যকায় চা বাগানের শ্রমিকরা পাবেন ২২৮ টাকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শ্রমিকরা ২৫০ টাকা দৈনিক মজুরি লাভ করতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার জন্য মাল চা বাগান মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য গত ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিশপুর সচিবালয়ে জনতা ভবনে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈঠকে ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে সেদিন সেটা ঘোষণা করা হয়নি। সোমবার গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে গুয়াহাটি মহানগরের গান্দি মন্ডপে আয়োজিত কেবিনেট বৈঠকে এক্ষেত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেটা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সেখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১ অক্টোবর থেকে কার্যকরী হওয়া হিসাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি ২৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে বরাক উপত্যকার চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি ২২৮ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া সরকার দ্বারা পরিচালিত এটিসি বাগানের চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারি চাকরিতে চা উপজাতি এবং আদিবাসীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে এই সংরক্ষণ পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই সিদ্ধান্ত তৎকালীনভাবে কার্যকরী হবে। আগামী ৭ অক্টোবর অসম পুলিশে নিযোগের ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাবে সেটাতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী থাকবে। অন্যদিকে তিনি জানান আগামী ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে, বজালি জেলার কাজকর্ম। বর্তমান বজালি কেন্দ্র নিয়ে প্রারম্ভিকভাবে বজালি জেলার কাজকর্ম শুরু হবে। পরবর্তীকালে ভবানীপুর সরভোগ কেন্দ্রটি বজালিতে থাকবে নাকি বরপেটায় থাকবে সেই সংক্রান্তে কেবিনেট কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানালেন তিনি। সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাইরের কার্যসূচি উদযাপন করার ক্ষেত্রে একাংশ উত্থাপন করা অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিতে হবে। যদি অমৃত বৃক্ষ আঃেদাল, খেলা মহা সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক মহা সংগ্রাম যদি না হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা মেশিনে পরিণত হবে। শিক্ষার বাইরের কার্যসূচি শিক্ষানুষ্ঠানে না থাকলে ছাত্রছাত্রীরা বোর হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ে গঠনমূলক আরও বেশি কার্যসূচি সংযোজন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে এই ধরনের কার্যসূচির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে গুলো নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ধরনের গতিবিধির প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তবে যে ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলাকে শিক্ষার বাইরের বিষয় বলে উল্লেখ করেন তাদের পা ধরে প্রণাম করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একাংশ ব্যক্তি রয়েছেন যারা সরকারের সমালোচনার জন্য কোনো বিষয় না থাকার ফলে অযোধ্যা ফেসবুকে কমেন্ট করে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু সুখবর নিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করা অনুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের এবং ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রদের স্কুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হিরো কোম্পানির স্কুটি ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে। আগামী নভেম্বরে শেষের দিকে এবং ডিসেম্বর মাসে এই স্কুটি বিতরণ করা হবে। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেডিকেলে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেবিনেট। অর্থাৎ সেবা এবং এডুকেশন কাউন্সিল থেকে ডিগ্রি লাভ করা ছাত্রছাত্রীরা এই সুবিধা নিতে পারবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাছাড়া এপিএসসি চাকরিতে মরান মটকের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মরান এবং মটক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং একটি করে ডিএসপির পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মেডিকেল রিম্বার্সমেন্ট এবং পেনশনের ক্ষেত্রে লাল ফিতার ফাইলে আবদ্ধ থাকা সরকারি কর্মচারী সর্বাধিক ভুক্তভোগী বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সরকারি কর্মচারীদের সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে পর্টেল শুরু করার কথা ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ লাল ফিতার ফাইলে আবদ্ধ থাকা সরকারি কর্মচারীরা সর্বাধিক ভুক্তভোগী বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে মেডিকেল রিম্বার্সমেন্ট এবং পেনশনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সর্বাধিক ভুক্তভোগী। নিজেদের জন্য নিজেদের স্বার্থে সচিবালয়ে নিজেরাই কাজ করতে পারেননি সরকারি কর্মচারীরা এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। ফলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বৃহৎ ঘোষণা করে মেডিকেল রিম্বার্সমেন্টের ক্ষেত্রে পর্টেল শুরু করার কথা ঘোষণা ঘোষণা করেছেন তিনি।

দুই অক্টোবর অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তী দিবসে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মেডিকেল রিম্বার্সমেন্ট এবং পেনশনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সর্বাধিক ভুক্তভোগী। সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাজেট থাকে, তারাই ফাইল প্রসেস করে। পেনশনের ক্ষেত্রে একই বিষয় প্রযোজ্য। সরকারি কর্মচারীরাই পেনশন ডাইরেক্টরের পরিচালনা করেন। সরকারি কর্মচারীরা নিজের পেনশন নিজেরা বের করে নিতে পারেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়ে যে সচিবালয়ে সরকারি কর্মচারীরা নিজের কাজ নিজেরা করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী লোকো সেবক আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন বহুদিন ধরে এটা চেষ্টা করা হচ্ছিল যে সরকারি কর্মচারীরা যাতে চিকিৎসার বাবদ সরকার থেকে যে অর্থ পান সে ব্যবস্থা যাতে স্বচ্ছ, মসৃণ এবং বিপদের সময় সহায়ক হয়। সরকারি কর্মচারীরা বহু সময় লাল ফিতার ফাইল সৃষ্টি করেন বলে সাধারণ জনতা অভিযোগ করেন। কিন্তু বাস্তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক ভুক্তভোগী সরকারি কর্মচারীরাই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মেডিকেল রিম্বার্সমেন্ট এবং পেনশন এই দুটো বিষয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে মসৃণ করা যাচ্ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা নিজের কাজ নিজেরাই করতে পারেন না এই পরিস্থিতিতে লোক প্রশাসনের দুর্বলতার দিকটি জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছিল। যদি সরকারি কর্মচারীরা নিজেরাই ন্যায় না পান তাহলে সাধারণ জনতাকে তারা কিভাবে ন্যায় প্রদান করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি পর্টেল শুরু করা হয়েছে। এর প্রচার সরকার নিজেই করবে। এই পোর্টালে সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ইতিমধ্যে নিজের নাম রেজিস্টার থাকলেও এবার পরিবারের সদস্য নামও সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেখানে একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে যেকোনো ধরনের অসুখ হলে পছন্দের মতন হাসপাতালে যাওয়া যাবে। কোনো ধরনের রেফারেন্স এর প্রযোজন নেই। সরাসরি হাসপাতালে যাওয়া যাবে। ভারত সরকার নির্ধারণ করে দেওয়া হিসাব মতে কর্মচারীরা টাকা পাবেন। তবে কোন কর্মচারী যদি ভারত সরকার নির্ধারণ করে দেওয়া অর্থ তহবিল থেকে বেশি টাকা খরচ করতে কিছুক্ষণ তাহলে সেটার দায়িত্ব সেই কর্মচারীকে নিজেই নিতে হবে। তবে ভারত সরকার এক্ষেত্রে কর্মচারীদের যতটুকু রিম্বার্সমেন্ট করে অসীম সরকার সেটাই করবে।

তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের অনুসারে রাজ্যের কর্মচারীদের এই সুবিধা দেওয়া হবে। ভারত সরকার কর্মচারীদের থেকে কর্তন করা অর্থের তুলনায় রাজ্যে ৫০ শতাংশ কর্তন করা হবে। তবে এই নতুন ব্যবস্থা কোন কর্মচারী যদি নিজেদের নাম রেজিস্টার না করান তাহলে পুরনো পদ্ধতিতে আগের ব্যবস্থায় যাবতীয় সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন সেই কর্মচারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে কর্মচারীরা পোর্টালে ক্লেইম করতে পারবেন। এর জন্য কোন কার্যালয়ে যাবার প্রযোজন নেই। হাসপাতালে থাকার সময় চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি হলে পার্ট পেমেন্টও ক্লেইম করার সুযোগ থাকবে। তবে সেই পার্ট পেমেন্ট সরাসরি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের একাউন্টে চলে যাবে। বড় ধরনের সার্জারি ক্ষেত্রে যদি এডভান্স পেমেন্ট প্রযোজন হয় তাহলেও পরডেলের মাধ্যমে ক্লেইম করা যাবে। তবে নিজের অর্থে চিকিৎসা করে যদি কোন কর্মচারী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে পোর্টেলে ক্লেইম করেন তাহলে সেই অর্থ সেই নির্ধারিত কর্মচারী একাউন্টে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ১ এপ্রিল থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য মেডিকেল কলেজ, ক্যান্সার কেয়ার হাসপাতাল এবং এইমস ক্যাশলেস হবে। আগামী ২ অক্টোবর ভারতের প্রধান হাসপাতালগুলো ক্যাশলেস ব্যবস্থার ভিতরে আনার চেষ্টা করা হবে। নির্বাচিত হাসপাতাল বাদ দিয়ে বাকি থাকা হাসপাতালে চিকিৎসা করলে পরে সেটা রিম্বার্সমেন্ট করা হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এক্ষেত্রে সার্কুলার জারি করে বেতন থেকে অর্থ কর্তন করা প্রক্রিয়ায় শুরু হবে। তবে আপাতত এক বছরের জন্য এই ব্যবস্থা থাকবে। পরবর্তীকালের জন্য পরে পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তবে পুরনা ব্যবস্থায় থাকতে যাওয়া কর্মচারীদের বেতন থেকে কোনো ধরনের কর্তন হবে না। এদিন থেকেই এই প্রকল্প প্রযোজ্য হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সুপারের নির্দেশে বিক্ষোভ নিরাপত্তারক্ষীদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পর্যাপ্ত লোক নেই তাই চব্বিশ ঘণ্টা অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালানোর জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল নির্দেশ দিয়েছিলেন হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা ওটিতে কাজ করবে । এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বলে বিক্ষোভ দেখায় নিরাপত্তারক্ষীরা । নিরাপত্তারক্ষী কার্তিক দাস বলেন, সুপার বলেছে যা বলবো তাই হবে ওটিতে হেল্পার হিসাবে কাজ করবে নিরাপত্তারক্ষীরা । বিক্ষোভ দেখানোর সময় নয় তলায় সুপারের ঘরে সুপারভাইজার তরুণ গড়াইকে কলারে ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে মারধর করে সুপার । পর্যাপ্ত লোক নেই বলে এক শিফ্‌ট কাজ করতে পারছে না আর সুপার বলছে তিন শিফ্‌টে অপারেশন থিয়েটার চালাবে । সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা ওটি চালানোর ব্যবস্থা করছি । নতুন স্টাফ নেওয়ার সুযোগ নেই । ওয়ার্ড থেকে তুলবো, নিরাপত্তারক্ষী থেকে ওয়ার্ড বয় করবো তারা ওটিতে চিকিৎসক নার্সের হেল্পার হিসাবে কাজ করবে । চব্বিশ ঘণ্টা অপারেশন থিয়েটার চালানোর জন্য আটজন লোক লাগবে কিন্তু আছে মাত্র তিনজন । কাউকে মারধর বা হেনস্থা করা হয় নি ।

জাতীয় সড়ক মেরামতে সদাইপুর থানার পুলিশ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ষাটনং জাতীয় সড়কের বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই ও বাঁধেরশোল গ্রামের মাঝে অবস্থিত বক্রেশ্বর ব্রীজ । খাল গর্তে ভর্তি ব্রীজ । ছোটোখাটো দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে । মঙ্গলবার ব্রীজ মেরামতে হাত লাগালো সদাইপুর থানার পুলিশ । গর্তে ট্রাক্টর করে ইট ভাঙ্গা দিয়ে মেরামত করা হয় ।

বেহাল রাস্তা অসুবিধা সাধারণ বাসিন্দারা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রেল ওভারব্রিজের কাজের জন্য সিউড়ি হাটজনবাজারে বোলপুর - সিউড়ি রাস্তায় খানাখন্দে গর্তে ভর্তি বর্তমানে বেহাল অবস্থায় । টানা বৃষ্টি হওয়ায় জল জমে বেহাল দশা তৈরি হয়েছে । প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে । স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার চৌধুরী বলেন, রাস্তায় মানুষ যেতে পারছে না বড়ো বড়ো গাড়ী আটকে যাচ্ছে স্কুল যেতে বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে ।

স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রায় দেড়শ ব্যবসায়ীর বিশেষ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ

মালদা ঃ স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রায় দেড়শ ব্যবসায়ীর বিশেষ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের টাউন স্টেশন সংলগ্ন ঝলঝলিয়া এলাকার ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশে পুরসভার পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ যা মালদা টাউন রেলস্টেশন সংলগ্ন রয়েছে। সন্ধ্যার পর তা অন্ধকারের ডুবে থাকতো। টাউন স্টেশন চত্বর এলাকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের রেলের থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবহার করত হতো। যাতে বিদ্যুতের বিল বেশি হওয়ার পাশাপাশি অনেক সময় লো ভোল্টেজের সমস্যায় পড়তে হতো ব্যবসায়ীদের। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এবার ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ মালদা শহরের স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সাধারণ ব্যবসায়ী ও মানুষদের সুবিধার ক্ষেত্রে পথবাতি ও বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। এদিন এই পুরসভার পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বাবলা সরকার, গৌতম দাস প্রমুখ।২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম দাস জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ঝলঝলিয়ার রেলস্টেশন সংলগ্ন অনেক এলাকাতেই পথবাথীর সমস্যা ছিল। এমনকি ওই এলাকার অনেক ব্যবসায়ীরা পুরসভা থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছিল না। ফলে তাদেরকে রেলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হচ্ছিল।

এবারের বিশ্বকাপের চমক

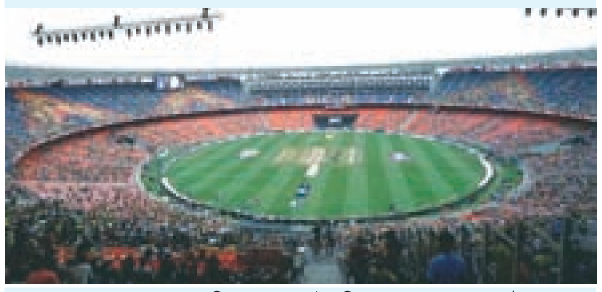

কলকাতা ঃ দশ দলের বিশ্বকাপ। সেটা নিয়ে যত সমালোচনাই থাকুক, এই উপমহাদেশে আলোচনার কিন্তু শেষ নেই। কারণ এই দশ দলের মধ্যে পাঁচটিই যে এশিয়ার প্রতিনিধি। আবার আসরও বসছে এশিয়াতে। ৫ই অক্টোবর থেকে টানা ৪৫ দিন বুঁদ হয়ে থাকার সুযোগ ক্রিকেটে। এরইমধ্যে সবাই সবার প্রিয় দলকে সাপোর্ট দিতে আয়োজনের কমতি নেই, কোন দলের শক্তিমত্তা কেমন, কোথায় দুর্বলতা সে সব নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তবে এর বাইরে এমন কিছু বিষয় আছে যা হয়তো আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের এই বিশ্বকাপ প্রথমবার আয়োজিত হচ্ছে ভারতে!

এটুকু শুনলে অনেকের হয়তো একটু খটকা লাগতে পারে। কারণ ভারতে তো এর আগেও বিশ্বকাপের আসর বসেছে, আর সেটাও একাধিকবার। তবে বাস্তবতা হল এই প্রথম পুরোপুরি এককভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত।১৯৮৭ সালে প্রথমবার ভারত বিশ্বকাপ আয়োজকের তালিকায় নাম লেখায়, সেবার সঙ্গী ছিল পাকিস্তান। এরপর ১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় এই উপমহাদেশের তিন দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায়। ২০১১ সালে প্রথমবার আয়োজকের খাতায় নাম লেখায় বাংলাদেশ, সেবারও তিন দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা মিলে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হোস্ট করে। আর এর এক যুগ পরে ও বিশ্বকাপ শুরুর ৪৮ বছর পর এসে এককভাবে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল ভারত।

১৯৭৫ সালে শুরু হওয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ এই টুর্নামেন্টের ১৩তম আসর বসছে ভারতের মোট দশটি স্টেডিয়ামে। এই বিশ্বকাপ তাই কারো কারো কাছে ভারত ভ্রমণও বটে! ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, আবহাওয়া ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। তবে সব আলো কেড়ে নিয়েছে গুজরাটের আহমেদাবাদে অবস্থিত নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৩২ হাজার। উদ্বোধন ও ফাইনালসহ মোট পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এখানে। বিশ্বকাপকে টার্গেট করেই এটির সংস্কার করা হয়। নতুন করে ২০২১ সালে উদ্বোধনের পর এর আগের নাম সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বদলে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে রাখা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই মাঠ অনেকের কাছে মোতেরা স্টেডিয়াম হিসেবেও পরিচিত। এর চেয়ে বড় স্টেডিয়াম গোটা দুনিয়াতেই আছে আর মাত্র একটা। সেটা উত্তর কোরিয়ার রাংরাডো মে ডে স্টেডিয়াম। সেই মাঠের দর্শক ধারণক্ষমতা দেড়লাখ। তবে মজার ব্যাপার হল এই প্রথমবার বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের কোন ভেন্যু নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ বলা আছে যে দুটি সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স এবং মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। কিন্তু কোনটি যে কোথায় তা নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হবে বিশ্বকাপের সেরা চার দল চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত।

আইসিসির সূচী বলছে ১৫ই নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল হবে মুম্বাইতে যেখানে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দলের মুখোমুখি হবে চতুর্থ দল। আর পরদিন ২য় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়, যেখানে প্রতিপক্ষ টেবিলের দুই ও তিন নম্বর দল। কিন্তু আবার শর্ত জুড়ে দেয়া আছে ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে তাহলে প্রতিপক্ষ যেই হোক ম্যাচটি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে তে অনুষ্ঠিত হবে। অন্য দিকে পাকিস্তান যদি সেমিফাইনালে যায় তবে তাদের ম্যাচ হবে কলকাতায়। আবার সেমিতে ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হলেও সে ম্যাচটি হোস্ট করবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়াম।

নতুন দশ অধিনায়ক ঃ বিশ্বকাপ ইতিহাসে আর কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। ১০ দল যখন তাদের প্রথম ম্যাচে টস করতে নামবে তখন প্রতিটি দলেই দেখা যাবে আগের বিশ্বকাপ থেকে ভিন্ন অধিনায়ক। ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ২০১৯ বিশ্বকাপে যারা দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের কারোরই সুযোগ হচ্ছে না ২০২৩ বিশ্বকাপে এসে অন্তত প্রথম ম্যাচে দলের অধিনায়কত্ব করবার। দশ দলের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম নিউজিল্যান্ড। টানা ২য় বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিতে এসেছেন কেন উইলিয়ামসন। কিন্তু দেশটির ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে ইনজুরির জন্য প্রথম ম্যাচে মাঠে নামা হচ্ছে না তার। সে জায়গায় অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান টম লাথাম। এছাড়া বাকি ৯ দলের হয়েই নতুন সব অধিনায়ককে দেখা যাবে। ৫ই অক্টোবর বিশ্বকাপের পর্দা উঠছে নিউজিল্যান্ডের সাথে ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে। গতবার ইংলিশদের প্রথম শিরোপা এনে দেওয়া এয়্যইন মরগান গিয়েছেন অবসরে, তার জায়গায় ইংল্যান্ডের নতুন অধিনায়ক এখন জস বাটলার। পরদিন বিশ্বকাপের ২য় ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান নেদারল্যান্ডস। ২০১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের আলোচিত অধিনায়ক ছিলেন সরফরাজ আহমেদ। কিন্তু ফর্মহীনতায় ২০২১ সাল থেকেই রঙিন পোশাকে আর মাঠে নামা হয়নি তার। সে জায়গায় দায়িত্ব নেন বাবর আজম। অন্যদিকে দুই আসর পর আবারও বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। স্বাভাবিকভাবে তাদের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসেরও প্রথম বিশ্বকাপ এটি। ৭ই অক্টোবর শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ। মাশরাফির পর যে দলটির নেতৃত্বভার এখন সাকিবের কাঁধে। তাদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তানেও দেখা যাবে নতুন নেতৃত্ব। ২০১৯ সালে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা গুলবাদন নাইব এবার দলেই জায়গা পাননি। আফগানদের নেতৃত্বে এখন হাশমতউল্লাহ শহিদী। দিনের আরেক ম্যাচে মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। এ দুদলেও নতুন অধিনায়ককে দেখা যাবে টস করতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফাফ ডু প্লেসির জায়গায় এসেছে টেম্বা বাভুমা, আর শ্রীলঙ্কার ২০১৯ সালের অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে এবার দলে থাকলেও অধিনায়কের জায়গা নিয়েছে দাসুন শানাকা। ৮ই অক্টোবর বাকি দুই দল ভারত আর অস্ট্রেলিয়াও মাঠে নেমে যাবে। গতবার ভারতকে নেতৃত্ব দেয়া ভিরাট কোহলিকে এবার দেখা যাবে শুধুই ব্যাটসম্যান হিসেবে, অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন রোহিত শর্মা। আর অস্ট্রেলিয়ার ২০১৯ বিশ্বকাপের অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ এখন অবসরে। বিশ্বকাপে তার নতুন ভূমিকা ধারাভাষ্যকারের। হয়তো বর্তমান ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স যখন টস করতে নামবেন সেটার ধারাবর্ণনা করবেন সাবেক ক্যাপ্টেন ফিঞ্চ। এখানে একটু জানিয়ে রাখি অধিনায়ক হিসেবে টানা দুবার করে বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড আছে কেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইভ লয়েড আর অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিংয়ের।

নতুন যেসব নিয়ম দেখা যাবে ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ২য় ওয়ানডে ম্যাচের একটা ঘটনা বেশ নজর কাড়ে। বোলিংয়ের সময় নন স্ট্রাইক প্রান্তে থাকা ব্যাটসম্যান ইশ সোধি আগেই বেরিয়ে গেলে পেসার হাসান মাহমুদ স্টাম্প ভেঙে দেন। আম্পায়ারও জানিয়ে দেন আউট। তবে পরে অধিনায়ক লিটন ও হাসান মিলে সোধিকে আবারও ফিরিয়ে আনেন। আইসিসি বেশ কিছুদিন হলোই এটাকে বৈধ রান আউট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আগে যেটিকে ব্যাটসম্যানের ‘আনফেয়ার’ আচরণ বলা হত এবং বোলার এক্ষেত্রে আউট করলে তা স্পিরিট অফ ক্রিকেটের বিপক্ষে যায় কি না সে নিয়েও বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। তবে এবারের বিশ্বকাপে হয়তো এমন দৃশ্য প্রথমবারের মতো দেখা যেতে পারে। আর স্বাগতিক ভারত বরাবরই এরকম আউটের পক্ষে কথা বলে এসেছে, যেটা ‘মানকাড’ আউট হিসেবে পরিচিত। গত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তান ম্যাচের একটা ঘটনাও আলোড়ন তোলে। যখন ফ্রি হিটে বোল্ড হয়ে গেলেও দৌড়ে রান নেন ভিরাট কোহলি। প্রচুর তর্ক বিতর্কের পর এ বছর সেটিকে নিয়মে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। অর্থাৎ ফ্রি হিটের সময় যদি ব্যাটসম্যানের স্টাম্প ভেঙে যায় তবুও তিনি দৌড়ে রান নিতে পারবেন, যা অতিরিক্ত খাতায় যোগ হবে।

ক্রিকেটের ইতিহাসে যে পাঁচটি নতুন পরীক্ষার ল্যাবরেটরি ছিল বিশ্বকাপ

লন্ডন ঃ ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডে যখন প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর বসে, তখন সেই টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য ছিল আইসিসির শূন্য কোষাগারে কিছু টাকাপয়সা আমদানি করা। আন্তর্জাতিক বিমা সংস্থা প্রুডেন্সিয়াল ওই টুর্নামেন্টে ১ লক্ষ পাউন্ড স্পনসরশিপের অঙ্গীকার করেছিল, সেই ভরসাতেই মাত্র আঠারোটা একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হওয়ার পরই ওই ফরম্যাটের ‘বিশ্বকাপ’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আইসিসি।

ইংল্যান্ড ততদিনে ডজনখানেক ‘ওয়ানডে’ খেলে ফেললেও ভারত, পাকিস্তান বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো টিমগুলো কিন্তু সেই ফরম্যাটে দু’তিনটের বেশি ম্যাচ খেলেনি। অস্ট্রেলিয়া তো মানতেই চায়নি ওয়ানডে ক্রিকেটের আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ আছে বলে!

অথচ এর অনেক পরে টিটোয়েন্টি বা টেস্টের বিশ্বকাপ বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হলেও আজও কিন্তু ওয়ানডে বিশ্বকাপের বিজয়ী দলই ক্রিকেট দুনিয়ার অঘোষিত চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

আর বাস্তবতা এটাই, যে প্রথম বিশ্বকাপের পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দীতে সেই ওয়ানডে টুর্নামেন্টই কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার সেরা মঞ্চ হয়ে উঠেছে – সেটা স্পিনারকে দিয়ে বোলিং আক্রমণের সূচনা করানোই হোক, কিংবা পিঞ্চ হিটারদের দিয়ে ওপেন করিয়ে শুরুতেই বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা!

এবং এরকম উদাহরণ দেওয়া যায় আরও অজস্র। তবে বিশ্বকাপে প্রয়োগ করা এই ‘এক্সপেরিমেন্ট’গুলোর কোনও কোনওটা ধোপে টিঁকেছে, কোনওটা আবার সময়ের দাবিতেই বাতিলের খাতায় চলে গেছে। পুরনো ফর্মুলা নাকচ করে এসেছে নতুন ফর্মুলাও।

এই প্রতিবেদনে আমরা ফিরে তাকিয়েছি এমনই পাঁচটি নতুন এক্সপেরিমেন্টের দিকে – বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মঞ্চেই যেগুলোর প্রথম ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল।

এর সবগুলোই যে মারাত্মক ‘সুপারহিট’ হয়েছিল তা অবশ্য বলা যাবে না – তবে এর প্রতিটা নিয়েই ক্রিকেট দুনিয়াতে হইচই হয়েছিল বিস্তর, এগুলোর পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি দিয়ে তর্কে মেতে উঠেছিলেন বোদ্ধা আর ক্রিকেট অনুরাগীরা!

অফব্রেকে নাজেহাল বুন আর মার্শ

১৯৯২ সালে পঞ্চম বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো চালু হয়েছিল ক্রিকেটারদের রঙিন পোশাক, সাদা বল, কালো সাইটস্ক্রিন আর দিন রাতের ম্যাচ।

কিন্তু টুর্নামেন্টে তার চেয়েও বড় চমকটা দিয়েছিলেন অন্যতম স্বাগতিক দেশ নিউজিল্যান্ডের ক্যাপ্টেন মার্টিন ক্রো, তার দলের স্পিনার দীপক প্যাটেলকে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে বোলিং আক্রমণের সূচনা করিয়ে।

কেনিয়ায় জন্মানো দীপক প্যাটেল বহুদিন ইংল্যান্ডে খেললেও নির্বাচকদের নজরে পড়েননি, খানিকটা বাধ্য হয়েই কেরিয়ারের মাঝামাঝি তিনি নিউজিল্যান্ডে ‘ইমিগ্রেট’ করেন।

নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলেও অবশ্য জায়গা পেতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল, সেখানে তার প্রতিযোগিতাটা ছিল জন ব্রেসওয়েলের সঙ্গে। কিন্তু ‘৯২র বিশ্বকাপ দীপক প্যাটেলের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

স্পিনারের হাতে পালিশ ওঠার আগেই নতুন বল তুলে দেওয়ার সেই পরিকল্পনা সেবার দারুণভাবে খেটে গিয়েছিল, আর মার্টিন ক্রোর সেই গেমপ্ল্যান সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন দীপক প্যাটেল।

অস্ট্রেলিয়ার ডাকসাইটে ওপেনিং জুটি ডেভিড বুন আর জেফ মার্শও শুরুর ওভারগুলোতেই দীপক প্যাটেলের অফব্রেক সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিলেন, এমন কী বেশ ছোট মাঠেও তারা প্যাটেলকে তুলে মাঠের বাইরে ফেলতে পারেননি। গোটা টুর্নামেন্টেও মাত্র ৩.১০ ইকোনমি রেট নিয়ে সেরা বোলার হয়েছিলেন দীপক প্যাটেল, যদিও সেমিফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে পাকিস্তানের কাছে হেরে নিউজিল্যান্ডকে ওই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

তবে সাদা বলের ক্রিকেটে স্পিনারকে দিয়ে বোলিং ওপেন করানোর ধারা ক্রমেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে, এক সময়ে যা অকল্পনীয় ছিল সেটাই ক্রিকেট দুনিয়ায় আজ বেশ পরিচিত প্র্যাকটিস হয়ে উঠেছে।

সুপরিচিত ক্রীড়া ভাষ্যকার আয়ুষ মঞ্জুনাথের কথায়, ক্রিকেট দুনিয়া এখন এটার সঙ্গে বেশ অভ্যস্ত। এখন টিটোয়েন্টি ম্যাচেও আমরা হামেশাই স্পিনারকে দিয়ে অ্যাটাক ওপেন করাতে দেখি, আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে সুনীল নারিন যে কাজটা এক সময় নিয়মিত করতেন।

পালিশ নাওঠা নতুন বলেও কীভাবে স্পিন করাতে হবে ও ব্যাটসম্যানকে আটকে রাখতে হবে – সেই আর্টটা আজ অনেক বোলারই রপ্ত করেছেন এবং তার কৃতিত্ব মার্টিন ক্রো দীপক প্যাটেল জুটিকেই দিতে চান মি মঞ্জুনাথ।

২০১৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তো টুর্নামেন্টের প্রথম বলটিই করেছিলেন একজন স্পিনার – তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির!

জয়সুরিয়া কালুউইথার্নার ‘সাইক্লোন’

প্রথমদিকে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোতে প্রতিটা দল ষাট ওভার করে খেলার সুযোগ পেত, পরে সেটাই কমিয়ে করা হয় পঞ্চাশ ওভার।

এর মধ্যে শেষ দিকের দশ পনেরো ওভারকে বলা হত ‘স্লগ ওভার’, প্রথম দিকে একটু ধরে খেলে ও উইকেট হাতে রেখে শেষের ওভারগুলোতে ঝোড়ো গতিতে খেলে যতটা সম্ভব রান বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত প্রায় সব দলই।

১৯৭৫’র প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতের ক্রিকেট লেজেন্ড সুনীল গাভাসকার তো পুরো ষাট ওভার খেলেও ৩৬ রানে নট আউট ছিলেন – তার স্ট্রাইক রেট ছিল ২০র সামান্য বেশি!

ওয়ানডে ক্রিকেটের ‘দর্শন’টা তখনও বেশিরভাগ দলই রপ্ত করতে পারেনি – ফলে ব্যাটিং ওপেন করতে এসে গাভাসকার পর্যন্ত খেলেছিলেন বিশুদ্ধ টেস্ট ক্রিকেটের ঘরানায়।

এর দু’দশক বাদে ১৯৯৬তে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে, তখন কিন্তু ক্রিকেট দুনিয়া বিস্ফারিত চোখে দেখল শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার সনৎ জয়সুরিয়া আর রমেশ কালুউইথার্না কীভাবে ওয়ানডে ক্রিকেটের ব্যাকরণটাই বদলে দিচ্ছেন!

তখন প্রথম ১৫ ওভারে মাঠে ফিল্ডার প্লেসমেন্টের বিধিনিষেধ চালু হয়ে গেছে, আর সেটারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ওপেনিং জুটি জয়সুরিয়া আর কালুউইথার্না বিপক্ষের বোলিং আক্রমণকে একেবারে প্রথম ওভার থেকেই ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন।

ক্রিকেটে ‘পিঞ্চ হিটার’ কথাটার আমদানি হয়েছিল বিশ্বকাপে তাদের সেই দুর্ধর্ষ পারফরমন্সের পর থেকেই!

অথচ কেরিয়ারের শুরুর দিকে জয়সুরিয়া বা কালুউইথার্না দুজনেই ছিলেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

পাওয়ার প্লে’র ওভারগুলোতে তাদের জোরে বল হিট করতে পারার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতেই ব্যাটিং অর্ডারে তাদের প্রোমোশন দেয় শ্রীলঙ্কা – আর সেই কৌশল সেবার তাদের বিশ্বকাপ জিততেও দারুণ সাহায্য করেছিল।

ওই টুর্নামেন্টের ঠিক সাত বছর বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা যখন সনৎ জয়সুরিয়ার নেতৃত্বে খেলছে, তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম ওপেনিং এই ঝড় তোলার ওই স্ট্র্যাটেজি থেকে তারা কেন সরে এসেছেন?

জয়াসুরিয়ার সহজ জবাব ছিল, ওরকম খেলতে গেলে সঙ্গে আপনার কালুর মতো পার্টনার চাই। কালু ছাড়া ওরকম আর কাউকে পাইনি যার সঙ্গে জুটি বেঁধে ওভাবে চালিয়ে খেলা সম্ভব!

তিনি সে দিন বিবিসি বাংলাকে আরও বলেছিলেন, আর সে সময় আমাদের টপ আর মিডল অর্ডারে কে কে ছিল ভাবুন... অর্জুন রণতুঙ্গা, অরবিন্দ ডি সিলভা, অশাঙ্ক গুরুসিংহে এরা!

এরকম বাঘা বাঘা নাম ব্যাটিং লাইন আপে থাকলে ওপেনাররা ওরকম মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে খেলতেই পারেন, এটাই ছিল জয়সুরিয়ার যুক্তি।

অনেক ক্রিকেট পন্ডিত অবশ্য মনে করিয়ে দেন, শ্রীলঙ্কারও আগে ১৯৯২ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড তাদের লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান মার্ক গ্রেটব্যাচকে দিয়ে ওপেন করিয়ে কিংবা ইংল্যান্ড তাদের অলরাউন্ডার ইয়ান বোথামকে ব্যাটিং অর্ডারে তুলে এনে অনেকটা একই ধরনের পরীক্ষা করেছিল।

শ্রীলঙ্কার পরে আরও বহু দলই অবশ্য তাদের সেরা ‘পিঞ্চ হিটার’কে ওপেনিংয়ে তুলে এনেছে, চেষ্টা করেছে পাওয়ার প্লে’র পুরো ফায়দা তোলার। ঠিক সেভাবেই ভারতের হয়ে একদিন ওপেন করা শুরু করেছেন বীরেন্দর সেহওয়াগ (এমন কী এক সময় তেন্ডুলকরও), কিংবা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ম্যাথু হেইডেন ও অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

গ্লাভসের ভেতরে স্কোয়াশ বল!

ফুটবল বিশ্বকাপে যেমন ব্রাজিল, ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রায় সেই মর্যাদা অস্ট্রেলিয়ার। ব্রাজিল যেমন পাঁচটি ফিফা বিশ্বকাপ জিতেছে, তেমনি অস্ট্রেলিয়াও বারোটি বিশ্বকাপের মধ্যে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে পাঁচবার।

২০০৭ সালে ক্যারিবিয়ানে যখন তারা চতুর্থবার বিশ্বকাপ জিতছে, ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

ফাইনালে মাত্র ৭২ বলে সেঞ্চুরি করে ম্যাচ জেতানো একটি ইনিংস খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

সেঞ্চুরি করে দর্শকদের অভিবাদন জানাতে তিনি যখন ব্যাট আকাশে তুলছেন, তখন টিভি ক্যামেরার ক্লোজ আপে দেখা যায় তার হাতের ব্যাটিং গ্লাভসে একটা অংশ কেমন অদ্ভুতভাবে ‘লাম্প’ বা কুঁজের মতো ফুলে আছে!

ম্যাচের পর গিলক্রিস্ট নিজেই জানান, ব্যাটের ‘গ্রিপ’ যাতে আরও ভালভাবে হয় সে জন্যই তিনি গ্লাভসের ভেতরে একটা স্কোয়াশ বল ঢুকিয়ে রেখেছিলেন!

উইজডেনের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ক্যালাম ট্রেনামান জানাচ্ছেন, গ্লাভসে স্কোয়াশ বলটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল হাতের মধ্যে যাতে ব্যাটটা গড়িয়ে নাযায় এবং সেটাকে অনেক শক্তভাবে ধরা যায়। তার কথায়, এটা করলে আসলে আপনাকে তা আরও বেশি স্ট্রেইট বা সোজাসুজি খেলতে সাহায্য করবে এবং ব্যাটের ‘ফুল ফেস’ বা পুরো সামনের অংশটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। গিলক্রিস্টও ঠিক ওটাই করেছিলেন।

ফাইনালে পরাজিত শ্রীলঙ্কা দল অবশ্য সেই যুক্তি মানতে প্রস্তুত ছিল না।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তৎকালীন সচিব কাঙ্গাদারান মাথিভানান ফাইনালের পরই আইসিসি’কে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট যা করেছেন সেটা পুরোপুরি ‘আনএথিকাল’ বা অনৈতিক।

আইসিসি কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার আগেই বিশ্ব ক্রিকেটের আইনকানুনের যারা কাস্টডিয়ান বা রক্ষক, সেই এমসিসি কিন্তু রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেয়, গ্লাভসে স্কোয়াশ বল রেখে গিলক্রিস্ট ক্রিকেটের কোনও নিয়ম ভাঙেননি।

এটা ক্রিকেটের কোনও আইনের লঙ্ঘন তো নয়ই, এমন কী খেলার স্পিরিটেরও পরিপন্থী নয় বলেই আমরা মনে করি, এমসিসি’র এই বক্তব্যের

পরই সেই বিতর্কের অবসান ঘটে।

এরপর থেকে ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেক ব্যাটারই গ্লাভসের ভেতরে নিজেদের সুবিধামতো বিভিন্ন আকারের ‘ফরেন অবজেক্ট’ ঢুকিয়ে থাকেন, যদিও সঙ্গত কারণেই সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার রেওয়াজ খুবই কম।

ডেথ ওভারের মৃত্যুবাণ ইয়র্কার

২০১৫তে বিশ্বকাপ ফাইনালের ঠিক একদিন আগে টুর্নামেন্টের পরই ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন মাইকেল ক্লার্ক।

পরদিন ফাইনালে তিনি শুধু ম্যাচ জেতানো পারফরফরমেন্স’ই করেননি, ধুরন্ধর স্ট্র্যাটেজিতে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডের সেরা অস্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককালামকেও।

সেই টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটার ম্যাককালাম ফাইনালে মাত্র তিন বল খেলে শূন্য রানে মিচেল স্টার্কের ইয়র্কারে বোল্ড হন, নিউজিল্যান্ডও গুটিয়ে যায় মাত্র ১৮৩ রানে।

আমি শুধু আমার বোলারদের বলেছিলাম ম্যাককালামকে ইয়র্কারেই ঘায়েল করতে হবে। যে করে হোক, ওর সামনে আমার প্রতিটা বল ইয়র্কার’ই চাই, ম্যাচের পর সেই স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করেছিলেন ক্লার্ক নিজেই। ইয়র্কার যে আধুনিক ক্রিকেটে বোলারদের জন্য কত বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, বিশ্বকাপের সেই ফাইনাল ছিল তারই দুর্দান্ত এক প্রমাণ।

ব্যাটসম্যানের পায়ের পাতার সামনে পিচ করা এই ফুল লেংথ ডেলিভারিটি এখন ডেথ ওভারে রান আটকানোর জন্য ভালো বোলারদের হাতে থাকতেই হবে!

লাসিথ মালাঙ্গা, যশপ্রীত বুমরা বা মিচেল স্টার্কের মতো ক্রিকেটাররা ইয়র্কারকে একটা আলাদা উচ্চতাতেও পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতের ক্রিকেট লেজেন্ড ভিরাট কোহলি ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটা খুব কঠিন মুহূর্তে নেমে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ করেছিলেন, তার ৩৫ রানের ইনিংস ভারতের জয়ের ভিত গড়তেও খুব সাহায্য করেছিল।

সেই ইনিংস প্রসঙ্গে পরে এক সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেছেন, আমার শুধু ভয় ছিল প্রথম বলটা যেন মালিঙ্গা ইয়র্কার না দেয়। ওটা ভাগ্যিস ইয়র্কার ছিল না, কিন্তু হলে যে কী করতাম সত্যিই আমার কাছে তার কোনও জবাব ছিল না! ভালো ইয়র্কারকে যে দুনিয়ার সেরা ব্যাটাররাও কতটা সমীহ করে চলেন, কোহলির এই সরল স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ। অথচ বিশ্বকাপের ইতিহাসের প্রথম পর্বে ইয়র্কার বা স্লোয়ার কিন্তু ফাস্ট বোলারদের সেরা হাতিয়ার ছিল না।

ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম দুটো বিশ্বকাপ যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রায় অনায়াসে জিতেছিল, তার পেছনে খুব বড় ভূমিকা ছিল ক্যারিবিয়ান ‘পেস ব্যাটারি’র – যাতে ছিল অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং বা জোয়েল গার্নারের মতো বিখ্যাত সব নাম। দিল্লিতে বিবিসির ক্রিকেট বিশ্লেষক আদেশ গুপ্তা বলছিলেন, হোল্ডিং বা গার্নাররা কিন্তু জোরে শর্টপিচ বল বা বাউন্সের ওপরই বেশি ভরসা করতেন, তাদের আমরা কখনোই খুব একটা ইয়র্ক করতে দেখিনি।

তা ছাড়া ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট পিচে ইয়র্কার তেমন কাজেও আসে না। ’৮৭ বা ’৯৬তে যখন উপমহাদেশে বিশ্বকাপ খেলা হল, তখন থেকেই কিন্তু এ অঞ্চলের স্লো পিচে ব্যাটারদের ইয়র্কার দেওয়ার চল শুরু হল, জানাচ্ছেন তিনি।

বুমরা মালিঙ্গা স্টার্ক ছাড়াও পাকিস্তানের ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনুস, অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লি কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার ডেল স্টেইনের মতো অনেকেই বহু বিশ্বকাপে নিখুঁত ইয়র্কারে ব্যাটারদের শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।

রেইন রুল থেকে ডাকওয়ার্থ লুইস মেথড

ক্রিকেট মাঠে সময়ে অসময়ে খেলা ভেস্তে দেওয়ার জন্য যার সবচেয়ে দুর্নাম, তা হল বৃষ্টি। আর ক্রিকেট এমন একটা খেলা যা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সম্ভবই নয়, কাজেই বহু ম্যাচের নিষ্পত্তির জন্য এখানে প্রকৃতির খেয়ালখুশির ওপর ভরসা করা ছাড়া ক্রিকেট কর্তাদের কোনও উপায়ও থাকে না। বৃষ্টিবিঘ্নিত ওয়ানডে ম্যাচগুলোতে ওভার কাটছাঁট করার পরও কীভাবে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে, তা নিয়েও নানা সময়ে নানা ফর্মুলা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

তবে ওয়ানডে ক্রিকেটের প্রথম দিকে এজন্য যে নিয়ম চালু ছিল, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা একমত যে সেটা পরে ব্যাট করা টিমের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল!

১৯৯২ সালে বিশ্বকাপে এই সীমাবদ্ধতা দূর করতেই আইসিসি একটি নতুন ‘রেইন রুল’ চালু করে, যে নিয়মগুলো তৈরি করেছিল অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট গ্রেট রিচি বেনো সহ আরও জনাকয়েক বিশেষজ্ঞকে নিয়ে তৈরি একটি প্যানেল।

এই ‘রেইন রুলে’র মূল কথাটা ছিল, বৃষ্টির জন্য যদি পরে ব্যাট করা দল তাদের কোটার পুরো ওভার খেলতে না পারে তাহলে তাদের নতুন টার্গেট স্থির করা হবে আগে ব্যাট করা দল যে ওভারগুলোতে সবচেয়ে কম রান করেছে, সেই অনুপাতে। কিন্তু এই নিয়মটাই সিডনিতে ইংল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সেমিফাইনালকে প্রহসনে পরিণত করে।

ম্যাচের একটা পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জেতার জন্য দরকার ছিল ১৩ বলে ২২ রান। বৃষ্টির জন্য খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর ‘রেইন রুল’ অনুযায়ী যখন প্রোটিয়াদের নতুন টার্গেট দেওয়া হল, দেখা গেল তাদের ওই ২২ রানই করতে হবে মাত্র ১ বলে!

রেইন রুল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষারও সেখানেই অবসান – এরও কয়েক বছর পর বিকল্প হিসেবে এল ‘ডাকওয়ার্থ লুইস মেথড’।

ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যানবিদ, ফ্র্যাঙ্ক ডাকওয়ার্থ ও টোনি লিউইস জটিল গাণিতিক ফর্মুলার ভিত্তিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচের নিষ্পত্তির যে সমাধান বাতলে ছিলেন, সেটাই কিন্তু আজকের আধুনিক ক্রিকেট মেনে নিয়েছে।

১৯৯৭ সালে চালু হলেও আইসিসি প্রথমবারের মতো ‘ডাকওয়ার্থ লুইস মেথড’ প্রয়োগ করেছিল ১৯৯৯র বিশ্বকাপেই।

এর পর থেকেই ম্যাচের দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেই টিমের ক্যাপ্টেনরা পকেটে ডাকওয়ার্থ লুইস ক্যালকুলেশনের কাগজ নিয়ে চলতে শুরু করলেন, প্রতি ওভারের শেষে বদলে যাওয়া টার্গেট ড্রেসিং রুম থেকে তাদের পাঠাতে শুরু করলেন টিম স্ট্যাটিসটিশিয়ানরা।

২০০৩ সালের বিশ্বকাপে ডারবানে এরকমই একটা ‘ভুল ক্যালকুলেশনে’র জেরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে অসহায়ভাবে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিল স্বাগতিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা, যার পরে অধিনায়কত্ব হারান শন পোলক।

বৃষ্টির আগে ম্যাচের শেষ বলটা হিসেব না জেনে মিড উইকেটে ঠুকেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্ক বাউচার, অথচ ওই বলে মাত্র একটা রান করতে পারলেই জিতে যেত তার দল।

পকেটে সঠিক হিসেবের কাগজ নিয়ে তখন মিটিমিটি হাসছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক সনৎ জয়সুরিয়া। ভুল গণনার জেরে হেরে গিয়ে শন পোলকের সেই শূন্য উদাস দৃষ্টি বিশ্বকাপের অন্যতম ট্র্যাজিক মুহূর্ত হিসেবে আজও ক্রিকেট অনুরাগীরা মনে রেখেছেন।

ডারবানের কিংসমিড স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য অভিশপ্ত সেই রাতে হাজির ছিলাম আমিও, প্রোটিয়া ভক্তরা বহুক্ষণ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না চোখের সামনে তারা কী ঘটতে দেখলেন।

সেই বিশ্বকাপে সাংবাদিকদের জন্য আইসিসি যে ‘টুর্নামেন্ট গাইড’ পুস্তিকাটি দিয়েছিল, তাতে ‘ডাকওয়ার্থ লুইস মেথড’ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, ইট’স দ্য নিয়ার পারফেক্ট সলিউশন ইন দিস ইমপারফেক্ট ওয়ার্ল্ড!

অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছিল দুনিয়ায় সব সমস্যার নিখুঁত সমাধান হয়তো সম্ভব নয় – কিন্তু এটাই নিখুঁতের সবচেয়ে কাছাকাছি!

ক্রিকেট খেলাটারও নিখুঁত ম্যানুয়াল বলে বোধহয় কিছু হয় না, যুগে যুগে বা নতুন প্রজন্মে খেলার ধরনধারন, নিয়মকানুন প্রতিনিয়ত পাল্টাতেই থাকে। চলতে থাকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও।

বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিশ্বের সেরা ক্রিকেট শক্তিগুলো বিশ্বকাপকেই সেই সব পরীক্ষার ল্যাবরেটরি বানিয়ে এসেছে – ভারতের মাটিতে আসন্ন বিশ্বকাপেও নিশ্চয় তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না!

বাংলাদেশ নিয়ে চীন রাশিয়া আমেরিকার আগ্রহের জায়গা কোথায়?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিশ্বের নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে কী না তা নিয়ে নানা মত আছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, সম্ভাবনাময় অর্থনীতি এবং বঙ্গোপসাগরের প্রতি বৈশ্বিক আগ্রহ ̄ এসব কারণে রাজনৈতিক মেরুকরণের নতুন ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলাদেশ। এর সাথে দ্বিমতও আছে। বিশ্লেষকদের আরেকটি অংশ মনে করছেন, বাংলাদেশ নিয়ে শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহ থাকলেও সেটা খুব বেশি নয়। বাংলাদেশ নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া যেসব তৎপরতা এবং বক্তব্য দিয়েছে তাতে মেরুকরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আসন্ন সাধারন নির্বাচন নিয়ে বর্তমান সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্রর চাপ দৃশ্যমান হলেও চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়া ও চীনের বিরোধ এখন দৃশ্যমান। এর প্রভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পড়ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর মনে করেন, বাংলাদেশ আসলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার নতুন 'মেরুকরণের ক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে।

তার বিশ্লেষণ হচ্ছে , বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির একটি অংশ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার' পক্ষে কাজ করা। এরই অংশ হিসেবে তারা বাংলাদেশের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমেরিকার একটা ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল আছে যেটি সক্রিয়ভাবে কার্যকর করতে তারা মনোনিবেশ করেছে। এ কারণেই এশিয়া অঞ্চলে বন্ধু সংগ্রহে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র।

আমেরিকার লক্ষ্য চীন রাশিয়া বলয় থেকে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক বিশ্বের বলয়ের সাথে সংযুক্ত করা বা সংযুক্তিকে আরো শক্তিশালী করা, বলেন মি. কবীর। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলোও চায় বাংলাদেশে যাতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। একই সাথে এসব দেশে বাংলাদেশকে যেসব সুবিধা, বিশেষ করে বাণিজ্য সুবিধা দেয়া হয়, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী রাখা।

কোভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধের পর যেহেতু এই অঞ্চলে ভূ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বাড়ছে, তাই এই দেশগুলো বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত মিল বাড়ছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের সাথে যেহেতু তাদের আদর্শগত মিল নেই তাই তারাও এই অঞ্চলে বন্ধু সংগ্রহে আগ্রহী। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এখানে মূল বিষয় হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করেন তিনি। আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে আমরা খুব সংগঠিতভাবে ব্যবস্থা না করার সুযোগটা রাশিয়া চীন নেয়ার চেষ্টা করছে এবং এ কারণেই আমরা বাংলাদেশকে ঘিরে এই তিন চার কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বেশি দেখতে পাচ্ছি।

সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

এদিকে চীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে চীন ব্যাপকভাবে কাজ করছে। চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত অর্থনৈতিক। রাশিয়ার সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা একই রকম। বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎখাতে রাশিয়ার বড় বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়া রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কও রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এছাড়া এই দেশটি থেকে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যও আমদানি করে থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাব এনাম খান মনে করেন, বাংলাদেশ না চাইলেও ভূ কৌশলগত অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, গত বেশ কিছু বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ অগ্রগামী ছিল। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কোভিড পরবর্তী সময়েও বেশ স্থিতিশীল ছিল যা একে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

বাংলাদেশ একদিকে চীন থেকে ব্যাপক আমদানি করে এবং অন্যদিকে আবার পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানিও করে। ফলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বার্থের একটা ভারসাম্য বাংলাদেশ রক্ষা করে আসছে, বলেন মি. খান। কানাডাভিত্তিক অনলাইন প্রকাশনা 'ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট' অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি ধরে রাখা যায় তাহলে মধ্যম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। একই সাথে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় বাজারও। যার কারণে এর প্রতি সুপার পাওয়ার দেশগুলো বিনিয়োগের আগ্রহ বেড়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের অংশ যা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ফলে এটি অনেকটা 'স্ট্রাটেজিক লাইন অব কমিউনিকেশন' বা 'সাপ্লাই লাইন অব কমিউনিকেশন' হয়ে উঠেছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এই শিক্ষক। এ কারণে বঙ্গোপসাগেরের গুরুত্ব অনেক।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী সৈয়দ মাহমুদ আলী মনে করেন, চীন রাশিয়া আমেরিকার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ আসলে 'গৌণ বা উপলক্ষ্য' মাত্র। তার মতে, বাংলাদেশের মেরুকরণের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতর হওয়া এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমেরিকার অবস্থান। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর সারা বিশ্বে ইউনিফর্ম বা একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাদের সেই আধিপত্য পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত চলেছে, বলেন মি. আলী।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তিশালী দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, এরা সবাই তখন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষের দেশ ছিল। বিপক্ষে কেউ না থাকার কারণে আমেরিকা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল।

মি. আলীর বিশ্লেষণ হচ্ছে, ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত হওয়া এবং দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামরিক শক্তি বাড়ানোর মতো ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে যে যুক্তরাষ্ট্র আর একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে পারছে না। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন রাশিয়ার মধ্যে একধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামনে আসে।

যেহেতু ক্ষমতার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে চলছে, তাই বলা যেতে পারে বাংলাদেশ একটি গৌণ বা পরোক্ষভাবে একটি প্রতিদ্বন্দ্বীতার কেন্দ্র বা স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলেন মি. আলী।

বাংলাদেশে চার মাসে তিন বার ভূমিকম্প যে কারণে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে গত মে মাস থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় চার মাসে তিন বার ছোট থেকে মাঝারি আকারের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশেপাশে।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই এ ধরণের ভূমিকম্প হচ্ছে। এই দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে যেগুলো বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। আর সে কারণেই ঘন ঘন এমন ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে।

এবিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ তত্ত্ব বিভাগের বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, দু'দিন আগে বা পরে এই শক্তি বেরিয়ে আসবেই। আর সেটাই জানান দিচ্ছে এই ছোট ভূমিকম্পগুলো।

বাংলাদেশে সবশেষ ১৪ই অগাস্ট রাত ৮টা ৪৯ মিনিটের দিকে একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজধানীসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায়।

মার্কিন ভূ তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পটির মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৫.৫ যা মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্প। আর এর উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের সিলেটের কানাইঘাট এলাকায়। গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।

এর আগে, গত ১৬ই জুন রাজধানীসহ সারা দেশে ৪.৫ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের গোলাপগঞ্জ।

আর চলতি বছরের মে মাসের পাঁচ তারিখে আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূ তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর হিসেব অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের দোহার থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। এটিরও গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মা প্লেট নামে দুটি টেকটনিক প্লেটের অবস্থান রয়েছে। এরমধ্যে ইন্ডিয়ান প্লেটটি উত্তর পূর্ব দিকে এবং বার্মিজ প্লেটটি পশ্চিম দিকে যাচ্ছে।

ফলে পরস্পরমুখী সংঘর্ষ হচ্ছে। এই দুটি প্লেটের যে সংযোগস্থল সেটা বেশ গভীরে। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে বিশেষ করে সিলেট এলাকায় যেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে সেটা স্যালো ডেপথ, অর্থাৎ কম গভীর।

যে কারণে এমন ভূমিকম্প

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার মতো উৎস হচ্ছে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য এলাকা। এখান থেকে মনিপুর, মিজোরাম, মিয়ানমারে যে পার্বত্য এলাকা রয়েছে সেটিও ঝুঁকিপূর্ণ।

কিশোরগঞ্জে যে হাওর রয়েছে সেটি দিয়ে মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে আন্দামানের পাশ দিয়ে দক্ষিণে যদি একটা রেখা কল্পনা করা যায়, এই এলাকাটা হচ্ছে দুটি টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল। আর এই দুটি প্লেটের মধ্যে পূর্ব দিকেরটা হচ্ছে বার্মা প্লেট। আর পশ্চিমেরটা হচ্ছে ইন্ডিয়া প্লেট।

এই সংযোগস্থলের উপরের ভাগটা অর্থাৎ সুনামগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে পূর্বে মনিপুর, মিজোরাম পর্যন্ত এই অঞ্চলটি 'লকড' হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে শক্তি জমা হয়ে আছে।

দুইটা প্লেটের যে সংযোগস্থল, সেটা এখানে স্যালো বা কম গভীর। অর্থাৎ পশ্চিমে পাঁচ কিলোমিটার থেকে শুরু করে পূর্বে ধীরে ধীরে এটা ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হয়েছে।

ড. আখতার বলেন, গত হাজার বছরের শক্তি এখানে জমা হয়ে আছে। এর আগে যেসব ঐতিহাসিক ভূমিকম্প এই অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে তার বিভিন্ন বই পুস্তক এবং পৌরাণিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পেরেছি যে, এই এলাকায় বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়েছে ৮০০ থেকে হাজার বছর আগে। এরপর থেকে আবার শক্তি এই এলাকায় জমা হতে শুরু করেছে। ভূমিকম্পের এই গবেষকের মতে, ৮.২ থেকে শুরু করে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠনের মতো শক্তি এই এলাকায় জমা হয়ে আছে।

এই শক্তি আজ হোক, কাল হোক, বা আগামী ২৫ বছরেই হোক, এটা বের হতেই হবে, এর কোন বিকল্প নাই।

সেই বড় ভূমিকম্প যখন হবে তার আগের সময়টাতে এ ধরণের ছোট ভূমিকম্প দেখা যায় বলে মনে করেন তিনি। সেটা কয়েক বছর এমনকি ৫ ̄১০ বছর ধরে হতে পারে।

গত চার পাঁচ মাসে আমরা তিন চারটি ভূমিকম্প দেখলাম। এই সবগুলোই হচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি ভূমিকম্প। এটা সাবডাকশন জোনের লকড সেগমেন্টে হচ্ছে। এটার মানে হচ্ছে, বড় শক্তি বের হওয়ার একটা প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার মানে যেকোন সময় একটি বড় ভূমিকম্প সংগঠিত হতে পারে। তবে এই বড় ভূমিকম্প কবে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

হিডেন ফল্ট আছে কি?

দু'হাজার ষোল সালে প্রকাশিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হয়, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় একটি গোপন ফল্ট রয়েছে যা বাংলাদেশে ৯ মাত্রার মতো ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রতিবেদনে গোপন এই ফল্টকে মেগাথার্স্ট ফল্ট নামে উল্লেখ করে বলা হয়, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পললের নিচে এই মেগাথার্স্ট অবস্থিত। এটি দুই প্লেটের সাবডাকশন জোন বা দুই প্লেটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত এই মেগাথার্স্ট। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ তত্ত্ব বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, বাংলাদেশে অসংখ্য ফল্ট রয়েছে। কিন্তু সেসব ফল্ট নিয়ে ভূতাত্ত্বিকরা খুব একটা চিন্তিত নয়। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে অসংখ্য ভূ চ্যুতি আছে। সমতল এলাকাতেও অসংখ্য চ্যুতি রয়েছে। তবে এগুলো মারাত্মক নয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে সিলেট থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত দুই প্লেটের সংযোগস্থল। এই অঞ্চলে গত ৮০০ থেকে হাজার বছরের মধ্যে জমে থাকা শক্তিটা বের হয় নাই। এ কারণে এ অঞ্চল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তার মতে, সাবডাকশন জোন বা দুই প্লেটের সংযোগ স্থলে যে ভূমিকম্প হয় তা খুবই ভয়াবহ। ভূমিকম্পের জন্য পরিচিত রিং অব ফায়ার যেটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত সেটিও সাবডাকশন জোনের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে যে ভূমিকম্পগুলো হয় সেগুলোর বেশিরভাগই ৭.৫ এর উপরে হয়ে থাকে। এগুলো শক্তিমত্তার দিক থেকে সবসময়ই ধ্বংসাত্মক। এ কারণে এই অঞ্চল নিয়ে চিন্তার বিষয় রয়েছে। তবে কক্সবাজার থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত যে ফল্টলাইন রয়েছে সেখানকার শক্তি ১৭৬২ সালে বের হয়ে গেছে বলে জানা যায়। সেখানে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে। সতের'শ বাষট্টি সালে টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জায়গায় যে ফল্ট লাইন রয়েছে সেখানে ৮.৫ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। এর ফলে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড তিন মিটার উপরে উঠে আসে। এর আগে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড ছিল ডুবন্ত দ্বীপ। একই ভূমিকম্পে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে কঠিন শিলা ভেদ করে নিচ থেকে কাদা বালুর উদগীরণ হয়। এই ভূমিকম্পের কারণে বঙ্গোপসাগরে সুনামি হয়। এই সুনামির কারণে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে বাড়িঘর ভেসে গিয়ে সে সময় ৫০০ মানুষের প্রাণহানি হয়।

অনেকে মনে করেন যে, ঘন ঘন ছোট ছোট ভূমিকম্প হলে, ভূ অভ্যন্তরে জমে থাকা শক্তি ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এর ফলে বড় ধরণের ভূমিকম্পের আশঙ্কা কমে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এই ধারণাটি আসলে সত্য নয়। যে পরিমাণ শক্তি সাবডাকশন জোন বা দুই প্লেটের সংযোগস্থলে জমে থাকে তার পরিমাণ এতোই বেশি যে, এটি বের হয়ে আসলে ৮.২ থেক ৯ মাত্রার মতো ভূমিকম্প হতে পারে। এতো পরিমাণ শক্তি ছোট ছোট ভূমিকম্পের মাধ্যমে বের হয়ে আসা সম্ভব নয় উল্লেখ করে ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, দৈনিক যদি ছোট থেকে মাঝারী আকারের ভূমিকম্প হয় তাহলেও এতো শক্তি বের হয়ে আসতে সময় লাগবে দুই থেকে তিনশ বছর। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় রিং অব ফায়ারে অবস্থিত এলাকা বা দেশ যেমন জাপান, চিলি, সান ফ্রান্সিসকোতে দৈনিকই মৃদু ভূমিকম্প হয়। কিন্তু তারপরও হঠাৎ করেই একেকটা বড় ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যায়। বড় ভূমিকম্প তৈরি হওয়ার যে ভূ কাঠামো ওই এলাকায় রয়েছে, সেই একই ভূ কাঠামো আমাদের এখানেও রয়েছে, বলেন তিনি। এক স্কেল থেকে যখন আরেক স্কেলে ওঠানো হয়, সেখানে শক্তির মাত্রা ৩২ গুণ বেশি বলে ধরা হয়। যদি ৩ মাত্রার ভূমিকম্পের তুলনায় যদি সেটি ৪ মাত্রায় হয় তাহলে সেখানে ৩২গুণ বেশি শক্তির ভূমিকম্প হবে।

টুকরো খবর

এডিস মশা কামড়ানোর কতদিন পরে জ্বর আসে?

ঢাকা ঃ এডিস মশা কামড়ানোর কতদিন পর জ্বর আসে? একটা এডিস মশা কতদিন বাঁচে আর কতদিন এটি ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে? ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর শরীরে কতদিন এই জীবাণু সক্রিয় থাকে? ডেঙ্গুর প্রকোপ যখন আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা পার করেছে হাজারের ঘর ̄ তখন অনেকেই যেন মরিয়া হয়ে গুগলে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছেন।

১. এডিস মশা কামড়ানোর কতদিন পর জ্বর আসে?

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহনকারী মশার নাম এডিস এজিপ্টি। তবে আমাদের দেশে এটি ডেঙ্গু মশা নামেই বেশি পরিচিত। এডিস মশা কামড়ানোর কারণেই ডেঙ্গু জ্বর হয়। যদিও এই মশা কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয় না। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভাইরোলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান

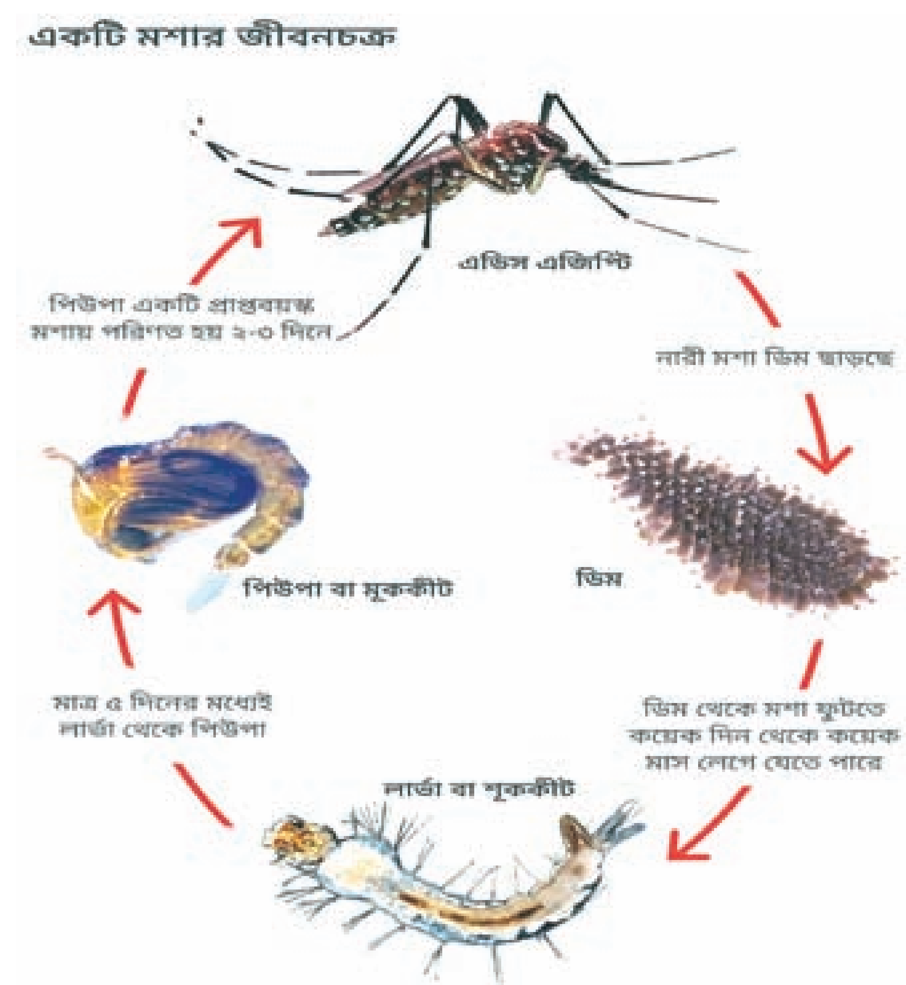

অধ্যাপক ডা সাবেরা গুলনাহার বলেন, ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে লক্ষ্মণ দেখা দিতে পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগে। এই সময়কে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড।

সাধারণত এডিস মশা কামড়ানোর পাঁচ থেকে সাত দিন মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর আসে। আর এই জ্বর থাকে পাঁচ থেকে ছয় দিন পর্যন্ত।

২. আক্রান্ত ব্যক্তি কতদিন ডেঙ্গু ছড়াতে পারে?

অর্থাৎ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর শরীরে কতদিন এই জীবাণু সক্রিয় থাকে? চিকিৎসকেরা বলছেন, ডেঙ্গু ভাইরাসের চার রকম সেরোটাইপ পাওয়া যায়। এগুলো হলো ডেন ̄ ১, ডেন ̄ ২, ডেন ̄ ৩ এবং ডেন ̄ ৪। সহজ কথায়, একজন মানুষ তার সারা জীবনে সর্বোচ্চ চার বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারেন। অর্থাৎ একবার একটি ধরনে আক্রান্ত হবার পর তা সেরে গেলে, তার শরীরে যে এন্টিবডি তৈরি হয়, তা সারা জীবনের জন্য কাজ করে। এরপর যদি তিনি পুনরায় আক্রান্তও হন, সেটি হবে ডেঙ্গুর ভিন্ন কোন ধরন। অধ্যাপক গুলনাহার বলছেন, যতদিন রক্তে ভাইরাস থাকবে, ততদিন রোগীর শরীরে জ্বর থাকবে। কেবলমাত্র রক্ত জীবাণুমুক্ত হলেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায় একজন আক্রান্ত ব্যক্তির।

৩. ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর সারলেই কি তিনি সুস্থ?

অধ্যাপক গুলনাহার বলছেন, প্রথমবার ডেঙ্গু হলে অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। সামান্য শরীর ব্যথা ও একটু জ্বরের লক্ষ্মণ থাকলেও সাধারণত এসময় সর্দিকাশিও থাকে না। একে ব্রেকবোন ফিভারও বলা হয়। পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যেই এই জ্বর ভালো হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে, অর্থাৎ অন্য আরেকটি সেরোটাইপে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীরে জটিলতা তৈরি হয়। কারণ প্রথম বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পর শরীরে যে এন্টিবডি তৈরি হয়, সেটার সঙ্গে নতুন ভাইরাসের এন্টিজেনের এক ধরনের রিএকশন হয়। যার ফলে হেমোরেজ বা প্লাটিলেট কমে যাওয়ার মতো জটিলতা তৈরি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে, ক্ষেত্রবিশেষে প্রথমে খুব জ্বর ওঠার পর তা কমে যায়। এসময় কিছুটা সুস্থ বোধ হলেও, এটিই আসলে সবচেয়ে জটিল পর্যায়। কেননা এসময়েই আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্লাটিলেট কমে যায় এবং রক্তপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এসময় সুস্থ বোধ করায় শিশুরাও খেলাধুলা করতে চায়। তবে এটা একেবারেই করা যাবে না। এই সময়ে যেকোনো ধরনের পরিশ্রমের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে হবে।

৪. এডিস মশা কতদিন বাঁচে?

কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার বলছেন, একটি পূর্ণ বয়স্ক এডিস মশা গড়ে ১৫ ̄৪০ দিন বাঁচে। মূলত তাপমাত্রার ওপর এডিস মশার আয়ু নির্ভর করে। যেমন, শীতকালে এডিস মশা বেশি বাঁচে, আবার গরম কালে এডিস মশার বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার দ্রুত হয় বলে এসময়ে এডিস মশা কম বাঁচে।

৫. এডিস মশা কখন কামড়ায়?

একসময় বলা হতো ডেঙ্গু মশা শুধুমাত্র দিনের বেলা কামড়ায়। কিন্তু সে ধারণা এখন আর কাজ করছে না। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এডিস মশা তার চরিত্র বদলেছে। এখন দিনে বা রাতে সব বেলাতেই কামড়াতে পারে এডিস এজিপ্টি, বিশেষ করে রাতে যদি ঘর আলোকিত থাকে।

৬. এডিস মশা কতবার কামড়ায়?

কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাসার বলেছেন, ল্যাবে করা পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটি এডিস মশা জীবদ্দশায় গড়ে চার থেকে ছয় বার কামড়ায়। কেবল মাত্র স্ত্রী মশাই কামড়ায়। ফলে একমাত্র স্ত্রী এডিস মশাই ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে। আর স্ত্রী এডিস মশাও কেবল মাত্র পেটে ডিম থাকা অবস্থাতে কামড়ায়।

৭. এডিস মশা কীভাবে বাহক হয়? কতদিন থাকে?

এডিস মশা কামড়ালেই ডেঙ্গু হয় এমন একটি ভুল ধারনা অনেকের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে, যা সঠিক নয়। আরেকটি ভুল ধারনা হলো যে আক্রান্ত কাউকে কামড়ানোর পর পরই সুস্থ একজনকে কামড়ালে তারও ডেঙ্গু জ্বর হবে। কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলেন, এডিস মশার মাধ্যমে তখনই একজন ব্যক্তি ডেঙ্গু আক্রান্ত হবেন, যখন মশাটি ভাইরাস ইনফেক্টেড অথবা ভাইরেমিক হবে। একটা এডিস মশা ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে কামড়ে যখন ভাইরাস ছড়ানোর উপযোগী হয় তখন এটাকে বলা হয় ভাইরেমিক। মূলত আক্রান্ত কাউকে কামড়ানোর পর ডেঙ্গু মশাকে ভাইরাস বিস্তারের উপযোগী হতে একটি জীবনচক্র পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ আক্রান্ত কাউকে কামড়ানোর মাধ্যমে মশার দেহে ভাইরাসটি প্রবেশ করে। এরপর ডিম পারা এবং বংশবিস্তারের মাধ্যমে ওই মশা ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়াতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ ভাইরেমিক হয়। এরপর যতদিন মশাটি বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়াতে পারবে। এছাড়াও জীবাণু বহনকারী ওই মশা যত ডিম পারে, তার সবগুলোতেই ভাইরাস থেকে যায়। আর সেই ডিম যদি প্রকৃতিতে অনুকূল পরিবেশ পায় তবে সেখান থেকে জন্মানো মশার কামড়েও ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়াতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সওভারিয়াল ট্রান্সমিশন। এভাবে ভাইরাসের বাহক হয়ে পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ ডেঙ্গু মশা জন্মাতে পারে বলে জানান কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার।

৮. ডেঙ্গু কি ছোঁয়াচে রোগ?

ডেঙ্গু কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়, এটি কেবল মাত্র মশার মাধ্যমেই ছড়ায়। মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না। অর্থাৎ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করলে, একই বিছানায় ঘুমালে কিংবা তার ব্যবহৃত কিছু ব্যবহার করলে, অন্য কারো এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। এডিস মশা ব্যতীত স্পর্শ বা অন্য কোনভাবে এই রোগ ছড়ানোর উপায় নেই। এমনকি অন্য প্রজাতির মশার মাধ্যমেও ডেঙ্গু ছড়ায় না।

৯. ডেঙ্গু জ্বর হলে স্নান করা যাবে?

গুগলে অনেক মানুষকে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে দেখা গেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বরের সঙ্গে গোসলের কোন সম্পর্ক নেই। অন্য যেকোনো জ্বরের মতো ডেঙ্গুর ক্ষেত্রেও জ্বর হলে গোসল করা যাবে। তবে অনেক বেশি জ্বর হলে অনেকের ঠাণ্ডা লাগে। সেক্ষেত্রে কুসুম গরম জল দিয়ে স্নান করা কিংবা স্নানের পর দ্রুত চুল শুকিয়ে ফেলার মতো বিষয়গুলোতে নজর দিতে হবে। এছাড়া শরীরের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকলে তা কমাতে গা মোছানো ও মাথা ধুয়ে দেয়া যেতে পারে।

১০. ডেঙ্গু রোগের লক্ষণসমূহ ঃ জ্বর, শরীরে ব্যথা বিশেষত জয়েন্টে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা। শরীরে লালচে র‍্যাশ। পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা, পেট ফুলে যাওয়া। বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া। কাশি। ক্ষুধামন্দা। অস্বাভাবিক দুর্বলতা, ক্লান্তি। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ (মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, কালো রঙের পায়খানা, মাসিকে অতিরিক্ত রক্তপাত)। রক্তচাপ কমে যাওয়া, পালস রেট বেড়ে যাওয়া। এখন যেহেতু ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেক বেশি, ডেঙ্গুর ধরনও বারবার পরিবর্তন হচ্ছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প, তীব্রতা কত ছিল?

ঢাকা ঃ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, রিখটার স্কেলে এর ছিল মাত্রা ৫.২। তবে গুগলের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫.৩ বলে জানানো হয়। এর উৎপত্তিস্থল ভারতের মেঘালয়ের রেসুবেলপাড়া নামক স্থান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা ৪৫ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পে এখনো ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে ৫.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর কেন্দ্রস্থল ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে ২৩৬ কিলোমিটার দূরে। এটি একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প। বাংলাদেশ ছাড়াও এই ভূমিকম্প নেপাল, ভারত, ভুটান এবং চীনে অনুভূত হয়েছে। ভারতের ন্যাশনাল সেংটার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মেঘালয়ের উত্তরে গারো পাহাড় এলাকায় পাঁচ দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থল ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

নেপালে জোড়া ভূমিকম্প, কাঁপল দিল্লিও

কাঠমাণ্ডু (এজেন্সী) ঃ জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপালের পশ্চিমাঞ্চল। দেশটির রাজধানী কাঠমাণ্ডুতেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে ভূমিকম্প দুটির উৎপত্তিস্থল ছিল দেশটির বাঝাং জেলা।

নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৩। এরপর বিকেল ৩টা ৬ মিনিটে শক্তিশালী আরেকটি ভূমিকম্প হয়। এটার মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৩।

রাজধানী কাঠমাণ্ডুতেও দুবারই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

নেপালে দ্বিতীয় দফায় ভূমিকম্পে দিল্লি, উত্তরাখন্ডসহ ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভূকম্পন

অনুভূত হয়েছে বলে এনডিটিভির এক খবরে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, হরিয়ানার গুরগাঁও এবং জয়পুরের চন্ডিগড়েও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, ভূমিকম্পে আতঙ্কিত লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

ব্যাংককে বিপণিবিতানে বন্দুক হামলায় নিহত ৩, কিশোর গ্রেপ্তার

ব্যাংকক ঃ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের কেন্দ্রস্থলে একটি বিলাসবহুল বিপণিবিতান সিয়াম প্যারাগনে বন্দুক হামলা হয়েছে। এতে অন্তত তিনজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। এ ছাড়া সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে এক কিশোরকে (১৪) আটক করেছে থাই পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, গুলি ছোড়ার ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। সন্দেহভাজন হামলাকারী ওই কিশোর একটি হ্যান্ডগান থেকে নির্বিচারে গুলি চালায়। বিপণিবিতানের তৃতীয় তলায় সে আত্মসমর্পণ করে। তবে কেন সে এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।

স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। ব্যাংকক পোস্টের খবরে বলা হয়, পুলিশের বিশেষ ইউনিট হামলাকারীকে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে কোণঠাসা করে ফেলে। এরপর হামলাকারী আত্মসমর্পণ করে তার অস্ত্র নিচে রেখে দেয়। হামলাকারীর পরনে কালো শার্ট, খাকি ট্রাউজার, গ্লাবস, টুপি ও পায়ে কালো রঙের বুট জুতা ছিল।

হামলার সময়কার কিছু ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, গুলি ছোড়া শুরু হলে উপস্থিত লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দিগবিদিক ছোটাছুটি করছেন।

এর মধ্যে একটি ভিডিও চিত্রে চারবার বিকট শব্দ শোনা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, এসব গুলির শব্দ। হামলার সময় বিভিন্ন দোকান ও শৌচাগারে অনেকে আশ্রয় নেন বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

হামলার পর ওই বিপণিবিতান ও পাশের সিয়াম মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন এ ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক্সে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লোকজন যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, তাই আমি এখনো নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি।'

ভারত থেকে কানাডার ৪০ কূটনীতিককে সরিয়ে নিতে বলল মোদি সরকার

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারত কানাডাকে বলে দিয়েছে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে অন্তত ৪০ কূটনীতিককে ভারত থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য দাবি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ভারত সরকার কানাডাকে বলেছে, তাদের কয়েক ডজন কূটনীতিককে প্রত্যাহার করতে হবে। অটোয়াকে নয়াদিল্লি বলেছে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভারত থেকে তাদের অন্তত ৪০ কূটনীতিককে ফিরিয়ে নিতে হবে।

ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস ওই খবর প্রকাশ করেছে। অবশ্য ভারত সরকার এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতে কানাডার ৬২ কূটনীতিক রয়েছেন। ভারত বলেছে, এখানে তাদের মোট কূটনীতিকের সংখ্যা ৪১ জনে নামিয়ে আনতে হবে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সম্প্রতি পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁদের দেশের নাগরিক শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারতের এজেন্টরা জড়িত থাকতে পারেন। তাঁর এ বক্তব্যের পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়।

ভারতের পাঞ্জাবকে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র করার দাবিতে গড়ে ওঠা খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ। ভারত সরকারের চোখে তিনি একজন সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। গত ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এলাকায় গুরুদুয়ারার বাইরে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। তিনি ওই গুরুদুয়ারার সভাপতিও ছিলেন।

ট্রুডো কানাডার পার্লামেন্টে এক বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, হরদীপ হত্যাকাণ্ডে ভারতের এজেন্টদের জড়িত থাকার বিষয়ে কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের

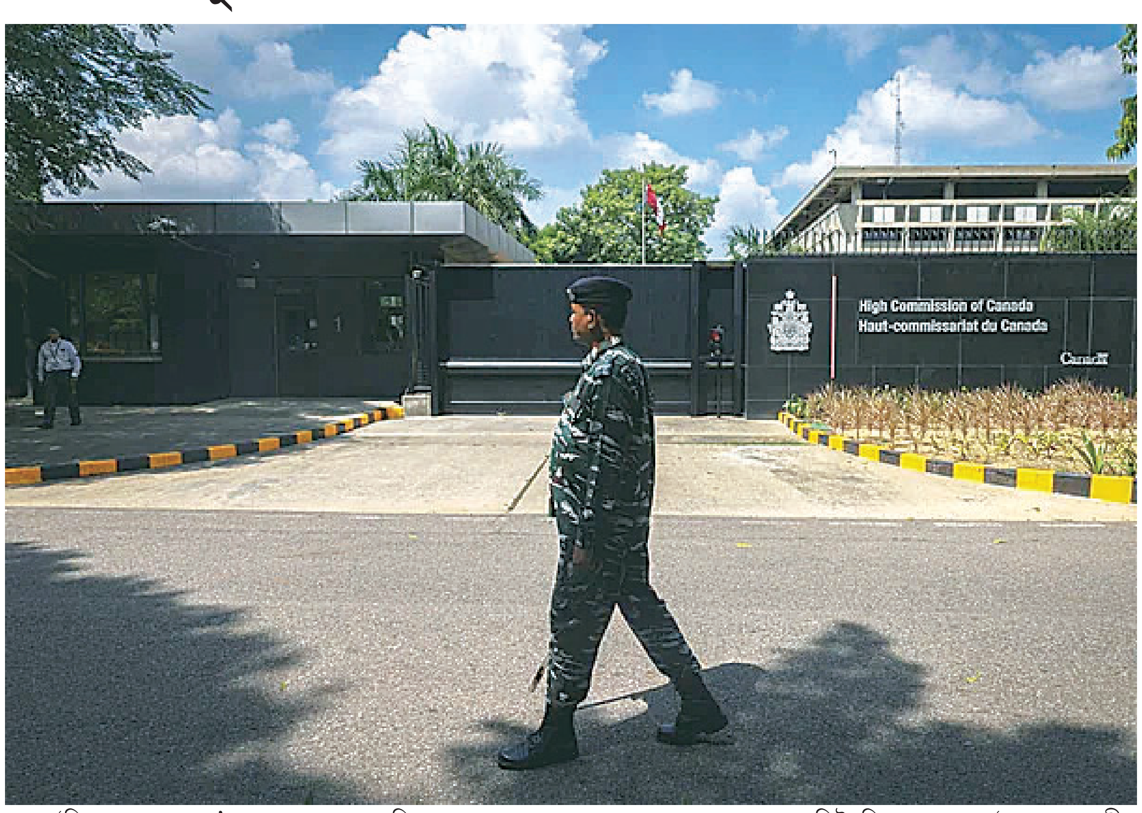

কাছে 'বিশ্বাসযোগ্য কারণ' রয়েছে।

তবে ভারত সরকার কানাডার এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, তাদের এ বক্তব্য 'অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। তারা বলেছে, হরদীপ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কানাডা সরকার তাদের দাবির বিষয়ে এখনো ভারতের কাছে কোনো প্রমাণ হাজির করেনি।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্প্রতি বলেছেন, বিগত কয়েক বছরের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে কানাডার সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, কানাডা সরকার দীর্ঘদিন ধরে সেই দেশে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও সহিংসতাকে 'প্রশ্রয়' দিয়ে যাচ্ছে।

জয়শঙ্কর বলেন, ভারত কানাডার বর্তমান পরিস্থিতিকে 'অচলাবস্থা' বলা যায় না। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকার এ বিষয়ে কানাডা সরকারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের অপেক্ষায় আছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তাঁরা হরদীপ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কানাডাকে সহযোগিতা করতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানান।

গত সপ্তাহে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি তোলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

ওই সময় নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ম্যাথিউ মিলার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'তিনি যেহেতু বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আমি এখন আবারও বলব, এই প্রশ্নে আমরা আমাদের কানাডীয় সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছি।'

ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছি। কানাডাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে আমরা তাঁদের বলেছি। গত শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন এ বিষয় কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন।'

ভারত কি সহযোগিতা করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, এখন সহযোগিতার বিষয়টি দিল্লির ওপর নির্ভর করছে।

মিলার বলেন, 'আমি এ বিষয়ে ভারত সরকারকেই তাদের কথা তুলে ধরতে বলব। যেমনটা আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ হয়ে কথা বলছি। আমি বলব, তারা তদন্তে সহযোগিতা করুক।'

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ ঃ কলকাতায় মামলা ও বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় নামের কলকাতার এক চিকিৎসক। আবেদনে তিনি বলেন, পৌরসভা এবং রাজ্য সরকার এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর দাবি, 'রাজ্যে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত মেডিকেল কমিশন গঠন করা হোক। সেই সঙ্গে মশাবাহিত এ রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিক রাজ্য সরকার ও পৌরসভাগুলো।' গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, কলকাতার লেকটাউন এবং ঠাকুরপুকুরে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ১৪০ জন। অন্যদিকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে আজ কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে রাজনৈতিক দল এসইউসিআই। তারা কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কয়ার থেকে ডেঙ্গুবিরোধী এক প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে কলকাতার পৌর করপোরেশন পর্যন্ত যায়। সেখানে ডেঙ্গু দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে নানা স্লোগান দেয়। গত শনিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে জানিয়ে দেন, 'প্রয়োজনে ডেঙ্গু দমনের লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে হবে আমাদের। জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, আগামী কয়েক সপ্তাহ ডেঙ্গুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিটি হাসপাতালে ডেঙ্গুর চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি জেলায় এবং কলকাতা পৌরসভায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কংট্রোল রুম চালু করতে হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে পরিচ্ছন্নতার অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ডেঙ্গুর হটস্পটগুলোতে নজরদারি বাড়াতে হবে। রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ডেঙ্গুকে শক্ত হাতে দমন করার নির্দেশ দেন। ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে আসন্ন পূজার কথা ভেবেই এ আতঙ্ক। ২১ অক্টোবর শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজা। সেই পূজা নির্বিঘ্নেঙ্ককাটবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এর অন্যতম কারণ বৈরী আবহাওয়া। এখন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে আবার এর পাশাপাশি আছে তীব্র গরম। এ দুইয়ের প্রভাবে ডেঙ্গুর বিস্তার বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা জনস্বাস্থ্যবিদদের।